SESH-01

পর্ব : এক

বধিরতার পর্যালোচনা, ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা
Overview of Deafness, History & Present Status

একক ঃ এক —	বধিরতার পর্যালোচনা
একক ঃ দুই —	বধির শিক্ষার ইতিহাস
একক ঃ তিন —	বধিরদের জন্য কল্যাণ প্রকল্প ও সুবিধাসমূহ
একক ঃ চার —	ভারতে ও বিদেশে বধিরদের জন্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সম্বন্ধে কিছু তথ্য।

ব্লক : এক

বধিরতার পর্যালোচনা, ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা (Overview of Deafness, History & Present Status)

সূচনা (Introduction

বধিরতা হল 'দেখা যায় না'—এমন এক প্রতিবন্ধকতা যা তাৎক্ষণিক মনোযোগ বা সহানুভূতি আকর্ষণ করে না, কিন্তু এটা খুবই মারাত্মক অক্ষমতা। কথ্য ভাষায় যোগাযোগের সামর্থ্য না থাকার কারণে কথোপকথনের মাধ্যমে শেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র কথ্য ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সংস্কৃতি, আত্মস্থ করতে পারি। বাধাহীনভাবে অন্যান্যদের সাথে যোগযোগ করতে পারি এবং তথ্য অর্জন ও আদানপ্রদান করতে পারি।

অক্ষমতা নিয়ে একজন প্রখ্যাত কবির উক্তি—

"...Then walking down the street, I saw a child with eyes of blue.
He stood and watched the others play, it seemed he knew not what to do.
I stopped for a moment, then I said. 'Why don't you join the others, dear?"
He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear.
...Oh God!, forgive me when I whine, I have two ears—the world in mine.
With feet to take me where I'd go, with eyes to see the Sunset's glow,
With ears to hear I would know, Oh God, forgive me when I whine,
I am blessed indeed! The world is mine".

এই হচ্ছে বধির শিশু যে শ্রবণ সক্ষম মানুষদের মধ্যে থাকলেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদের সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি।

উদ্দেশ্যে (Objectives)

বিভাগ-১ (এক) এর বিভিন্ন এককগুলি পাঠ কদের বধিরতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এই এককগুলিতে বধিরতার জন্য উদ্ভূত বহুমাত্রার সমস্যা এবং তাদের প্রতিকারের প্রতিবিধানের জন্য বধির শিশুর পরিবার, সমাজ এবং বধির শিশু বা ব্যক্তি নিজে যে নানাভাবে সচেষ্ট হয়ে থাকে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠক্রমে বধির বলতে গুরুতর (severe) এবং অতিমাত্রায় গুরুতর (Profound) বধিরদের কথা বলা হয়েছে যারা ভাষা এবং কথায় দক্ষতা অর্জনের পূর্বেই বধির হয়েছে তাদের বোঝানো হয়েছে।

একক : এক □ বধিরতার পর্যালোচনা (An Overview of Deafness)

গঠন

১.১ সূচনা

১.২ লক্ষ্য

১.৩ বধিরতার প্রভাব

১.৩.১ আমরা কিভাবে শিখি

১.৩.২. বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বধিরতার প্রভাব

- শিক্ষার ক্ষেত্রে
- সামাজিক ক্ষেত্রে
- মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে

১.৩.৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার মুখ্য ও আনুষঙ্গিক প্রভাবসমূহ

- শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ
- সাংকেতিক ভাষার এর মাধ্যমে যোগাযোগ সাধন

১.৪. সাধারণ মানুষ (বধিরতা বিষয়ে অনবহিত) এর দৃষ্টিতে—শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা

১.৪.১ মূক ও বধির

১.৪.২ শ্রব প্রতিবন্ধকতাযুক্ত জনগণের ভিন্নধর্মী প্রকৃতি

১.৫ আমরা কিভাবে শিক্ষা লাভ করি

১.৫.১ তথ্য সরবরাহকারী ও আনুষঙ্গিক সংকেতসমূহ

১.৫.২ মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

১.৬ আমরা কিভাবে শুনি এবং কিভাবে বধিরতা ঘটে থাকে

১.৬.১ আমাদের কান

- বহিঃকর্ণ
- মধ্যকর্ণ
- অন্তঃকর্ণ

১.৬.২ বধিরতার প্রকারভেদ

- পরিবহন জনিত বধিরতা
- স্নায়বিক বধিরতা বা সংবেদন—স্নায়বিক বধিরতা
- মিশ্র বধিরতা
- কেন্দ্রীয় বধিরতা

১.৬.৩ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার শ্রেণী বিভাগে ব্যবহৃত শব্দসমূহ

- চিকিৎসা ব্যবস্থায় এবং শ্রবণ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ
- শ্রবণহীনতার পরিমাপক শব্দসমূহ
- শিক্ষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ

১.৬.৪ বধিরতার কারণগুলি

১.৭ যে বিষয়গুলি শ্রবণে অসুবিধাযুক্ত শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে প্রভাবিত করে

১.৮ অক্ষমতা বিষয়ক কাজে সমাজের ভূমিকা

১.৯ যাঁরা অক্ষমতাকে জয় করেছেন

১.১০ বধিরদের দ্বারা প্রকাশিত অনুভূতিসমূহ

১.১১ প্রাপ্তবয়স্ক বধিরদের জীবনযাত্রা

১.১২ বধিরতার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ বোঝার প্রয়োজনীয়তা

১.১৩ সারসংক্ষেপ

১.১৪ আত্ম পঠন

১.১৫ বাড়ীর কাজ

১.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১৬.১ আলোচনার সূত্র

১.১৬.২ ব্যাখ্যার সূত্র

১.১৭ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

বধিরতা হল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কথোপকথন শোনার ও বোঝার অক্ষমতা। এই অসুবিধা শৈশবে কথা ও ভাষা শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। বধিরতা এবং অন্ধত্ব উভয়ই সংবেদনগত ঘাটতি এবং বধিরতা ও অন্ধত্ব উভয়ই—তাদের নিজস্বভাবে ব্যবহারিকক্ষেত্রে অক্ষমতা তৈরী করে। কিন্তু একজন অন্ধ ব্যক্তি তাৎক্ষনিক ভাবে সহজেই সমাজের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

অপরপক্ষে বধিরতার অজানাই থেকে যায় যতক্ষণ না বধির শিশু বা ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথ্যভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ডাঃ ড্যানিয়েল লিঙ এর কথা “Deafness can be regarded simply as an acoustic filter that either partially or totally cxcludes the perception of sound. Permanent forms of deafness are not uaually associated with Physical pain; nor can they be seen.”

বধির ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে দেখতে এতই স্বাভাবিক যে সাধারণ মানুষ উপলব্ধিই করতে পারেন না, বধিরতার এই অসুবিধা ব্যক্তিজীবনে কত গভীর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

এই অধ্যায়ে বধিরতা জনিত কারণে উদ্ভুত সমস্যাগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষিতে পাঠকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনা বধির শিশুর শিক্ষণেযুক্ত সকলকে (যেমন—বাবা, শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশাগত বিশেষজ্ঞ) বধিরতার কারণে উদ্ভূত অক্ষমতা তৎ সংক্রান্ত সমাধান এবং শিশুর শিক্ষণের জন্য সম্ভাব্য পথনির্দেশ পেতে সাহায্য করবে।

একজন শিক্ষক তখনই ভালভাবে কাজ করতে পারেন, যখন তিনি শিশুর প্রতিবন্ধকতার প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন ও বধিরতার স্তর ও পরিবেশ অনুযায়ী তার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে পারেন।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি অধ্যায়ন করার পর শিক্ষার্থীরা

- বধিরতা কী এবং শিশু ও ব্যক্তির উপর তার প্রভাব বিবৃত করতে পারবেন।
- বধিরতার ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।
- ‘মূক-বধির’ শব্দ বন্ধ ব্যবহারের অনৌচিত্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বধির জনগণের ভিন্নধর্মী প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

১.৩ বধিরতার প্রভাব (Effects of Deafness)

শিখন হল শিশুর একটি সামাজিক ক্রিয়া, যার দ্বারা শিশু নুতন দক্ষতা ও বোধসমূহ তার সমবয়সী

এবং বয়স্কদের অর্থাৎ তার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকে স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

১.৩.১ যোগাযোগ অক্ষমতা (Communication Disabilty)

গুরুতর (Severe) থেকে অত্যাধিক (Profound) মাত্রার শ্রবণহীনতা বিশেষত প্রাক-ভাষিক বধির শিশুদের উপর এক ধরনের যোগাযোগের বা কথ্য ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময়ের অক্ষমতা আরোপ করে। একজন সাধারণ শিশু যেভাবে মায়ের থেকে এবং নিকটবর্তী পরিবেশ থেকে শোনার মাধ্যমে ভাষা আয়ত্ত করে থাকে। একজন বধির শিশু শ্রবণহীনতদার কারনে দৈনন্দিন জীবনের এই ভাষা শিক্ষার প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এর সরাসরি ফল হল ভাষার অপ্রতুলতা যা তাকে সম্পূর্ণ কথ্যভাষাহীন করে তুলতে পারে। সাধারণত একটি বধির শিশুর চিন্তা করার ক্ষমতা স্বাভাবিক। সে সব কিছুই দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে অল্প। কিন্তু যেহেতু সে শুনতে পায় না তাই নিজের থেকে তার দেখা বস্তুগুলোর নাম শিখতে পারে না। এবং একই ভাবে বাক্য কীভাবে গঠিত হয় তাও সে শিখতে পারে না।

ইশারার সাহায্যে সে হয়তো নিজের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সব সময় হয়তো সকলের দ্বারা বোঝা হয় না। অপরপক্ষে শুধুমাত্র সহজ নির্দেশ ছাড়া অন্যের ইশারা বা সংকেতও তার পক্ষে সবসময় বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার ইশারাতে ভাষা দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট না হলে শিশু কখনোই ভাষা শিখতে পারবে না। ফলত তার জ্ঞান ভাণ্ডার হয়ে থাকবে অসম্পূর্ণ ও অনুপযোগী।

১.৩.২ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বধিরতার প্রভাব (Effects of Deafness on Various Aspect of Development)

ভাষাগত মন্দন বধির শিশুর বিভিন্ন প্রকার বিকাশ—যথা : বোধ (Cognitive) অর্থাৎ জানা ও উপলব্ধি। সাধারণ ভাবে চিন্তা/কার্যকারণ যৌক্তিকতা, সমস্যার সমাধান ইত্যাদি এবং কথা বলা, সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক বিকাশ প্রভৃতি দারুণভাবে ব্যহত করে। এই সববিষয়গুলি পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেই কারণে যে কোনো একটি বিষয়ে উন্নয়ন বা অনগ্রসরতা অন্যান্য বিষয়গুলির উপর অবধারিতভাবে প্রভাব ফেলে।

● **শিক্ষার ক্ষেত্রে**—বধিরতা কোন ব্যক্তির শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তার কোনো প্রকার ক্ষতি করে না। তবুও বধির শিশুদের পর্যাপ্ত শিক্ষার জন্য সাধারণত বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন হয়। শিশুর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জন যেহেতু প্রায় সম্পূর্ণভাবেই শিশুর ভাষার উপর দখল-এর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু শোনার অক্ষমতা তার বৌদ্ধিক বিকাশ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সাফল্যকে ভীষণভাবে ব্যাহত করবে, যদি না প্রথম থেকেই তাকে যথাযথ সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

● **সামাজিক ক্ষেত্রে**—কথ্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ অর্থাৎ কথা বোঝা ও বোঝানোতে অসুবিধা থাকার জন্য বধির শিশু বা ব্যক্তি সাধারণত একাকিত্ব বোধ করে, হতাশায় আক্রান্ত হয় এবং প্রত্যেকেব প্রতি বা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

● **মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে**—পারিবারিক পরিস্থিতি, অন্তর্নিহিত সক্ষমতা, প্রাক্ষোভিক স্থিতাবস্থা অতিরিক্ত অক্ষমতা (মূল অক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত অন্য অক্ষমতা) প্রভৃতি নানা কারণে বধির ব্যক্তি বা শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত অসুবিধা প্রকাশ পেতে পারে।

১.৩.৩ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক প্রভাবগুলি (Primary and Secondary Effects of Hearing impairment)

ড. ড্যানিয়েল লিঙ-এর কথায় "Hearing impairment, if sufficienty severe, has numerous primary and secondary effects on the human...........society at large."

'শোনার অসুবিধা যদি যথেষ্ট গুরুতর মাত্রায় হয় তা হলে মানুষটির উপর তার বিপুল প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক প্রভাব পড়ে। এর প্রাথমিক প্রভাব হল, কথ্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে প্রয়োজনীয় ভাষা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এই অসুবিধা। এর আনুষঙ্গিক প্রভাবগুলি আরও ব্যাপক (বিশেষকরে যথাযথ প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে) পরিবেশের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ও যেমন তেমনভাবে যোগাযোগ, ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সামাজিক বিকাশ সীমাবদ্ধ করে এবং সর্বাধিক শিক্ষার্জন থেকে তাকে বঞ্চিত করে। তৃতীয় স্তরের বিরূপ প্রভাব দেখা যায় যখন শিশুটি বিদ্যালয় ত্যাগ করে। স্বল্প শিক্ষার কারণে চাকরীর সুযোগ সীমিত হয়ে যায়, আয় সীমিত হয় এবং অবসর বিনোদনের উপকরণও তার কাছে সীমিত হয়ে আসে।

এই ধরণের বাধাগুলি স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির জীবন গুণগত মান কমিয়ে দেয়। বধিরতার সমস্যা কেবলমাত্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশ প্রতিহত করে না, এই অসুবিধা ব্যক্তির পরিবারের উপর বিস্তীর্ণ পরিসরে সমাজের উপরও প্রভাব বিস্তার করে।'

সহজ করে বললে, যদি একটি বধির শিশুকে যথা শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ, গুণমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান ছাড়া কয়েক বছর রাখা যায় তবে শিশুটির অবস্থা হবে নিম্নরূপ :

—অজ্ঞ

—শিক্ষাহীন

—যোগাযোগহীন

—ভাষা ও কথাহীন

—চিন্তা করার ক্ষমতাহীন

—শ্রবণ অক্ষম (গুরুতর বা অতিমাত্রায় গুরুতর শ্রবণহীনতা)

—মানব জীবনের প্রতিটি বৌদ্ধিক ও সামাজিক ক্ষেত্র বিপর্যস্ত।

● শ্রবণ-সহায়ক-যন্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ — শ্রবণ-যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে

early intervention বৈদ্যুতিন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রকৃতির শ্রবণ অক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত উচ্চ মানের শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র বর্তমানে সহজলভ্য। শৈশব থেকেই উপযুক্ত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে এবং নিরবিচ্ছিন্ন শ্রবণ প্রশিক্ষণ ও মা-বাবার সক্রিয় সহযোগ-এর ফলে বহু ক্ষেত্রে খুব ভালো সাফল্য পাওয়া গেছে। (বিশদ বিবরণের জন্য তৃতীয় পত্রের ব্লক-১ ও ২ অডিওলজি দেখুন)

- **সাংকেতিক ভাষা (sign language) -এর মাধ্যমে যোগাযোগ**—‘‘বধির মা বাবার বধিরতাযুক্ত সন্তানের বিকাশ’’ বিষয়ক বেশ কিছু গবেষণাতে দেখা গেছে জীবনের শুরু থেকেই বধির শিশুদের মা-বাবার সঙ্গে সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে ভাব-বিনিময় শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে। এর ফলে শিশুর আরো ভালোভাবে সামাজিক, প্রাত্যহিক আদানপ্রদান, প্রাক্ষোভিক স্থিতাবস্থা এবং সন্তুষ্টিজনক বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। (বিশদ বিবরণের জন্য পেপার-১ ব্লক-২)।

১.৪ সাধারণ মানুষের চোখে বধিরতাযুক্ত ব্যক্তি/ শিশু (The Hearing imparied As Viswed By The Lay Public)

মানুষের সবধরনের অক্ষমতার মধ্যে বধিরতা নিয়ে সব থেকে বেশী ভুল বোঝার অবকাশ আছে। এদের অক্ষমতার মধ্যে বধিরতা নিয়ে নানা জনের নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বধির ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি আছে। আবার অনেক মনে করেন শুনতে না পেলেও তাদের স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে এবং ভাষা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ বধিরতার সঙ্গে ভাষা আয়ত্ত করা ও কথা বলতে শেখার সম্পর্ক তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে ওঠা খুব সহজ নয়। আর পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলির অন্য কারণ হল, তারা হয়তো কথা বলতে শেখার পরে বধির হয়েছে (Post lingual deaf) এমন ব্যক্তিদের দেখেছে যারা ভালভাবে কথা বলতে এবং লিখতে পড়তেও পারে। বেশির ভাগ মানুষ যারা প্রাক্-ভাষিক বধিরদের (অর্থাৎ, কথা বলতে শেখার আগেই যারা বধির হয়েছে এমন ব্যাক্তি বা শিশু) সংস্পর্শে আসেনি বা তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটেনি, তাদের পক্ষে এই অক্ষমতা থেকে উদ্ভুত সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

১.৪.১ ‘বধির ও মূক’ (Deaf and Dumb’)

শতাধিক বর্ষ ধরে জন্মগত বধিরদের কেবলমাত্র কথা না বলতে পারার কারণে বোবা (Dumb) বলা হত না, বোকা অর্থেও এদের বোবা বলা হত। প্রকৃতপক্ষে আইনগতভাবেই বলা হত যে এরা উত্তরাধিকারী হতে, বিয়ে করতে, শিক্ষার্জনে এবং যে-কোনো কঠিন কাজ করতে অসমর্থ এবং তারা মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। যাইহোক আঠারো শতকের মাঝামাঝি মানুষ বুঝতে পেরেছিল, শ্রবণ-ক্ষমদের ন্যায়, বধিরদের মধ্যেও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ স্বাভাবিক এবং তারাও ভাষা শিখতে ও বলতে পারে যদি তাদের মতো করে শেখানো যায়। ফলস্বরূপ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে ‘Deaf & Dumb’ ‘মূক ও বধির’ ‘Behara-Gunga’, ‘Behara-muka’ প্রভৃতি শব্দগুলির পরিবর্তে

‘The deaf’ ‘বধির’ বা ‘hearing impaired’ বা শ্রবণে অসুবিধাযুক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যাইহোক কেবলমাত্র শব্দের ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে বধির শিশুকে কথা বলা মানুষে বা শিক্ষিত মানুষে-এ পরিণত করা যাবে না। দীর্ঘমেয়াদি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এদেরকে ‘শিক্ষিত’ ও ‘কথা বলা মানুষ’ হিসাবে গড়ে তোলার আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

১.৪.২ বধিরদের ভিন্নধর্মী প্রকৃতি (The heterogeneous Nature of the Deaf Population)

বধিররাও শ্রবণক্ষমদের ন্যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন। সেই কারণে বধির শিশুদের নিয়ে কাজ করার সময় ব্যক্তিগত পার্থক্য বা বিভিন্নতা, সমস্যার তীব্রতা, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজন এবং পরিবেশগত প্রেক্ষাপটকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। শিশুর সাফল্য বধিরতার মাত্রা বধিরতা শুরু হওয়ার সময় ভাষার উপর দখল, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মা-বাবার সহায়তা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশুর সাফল্যকে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই সমস্ত বিভিন্নতার কারণে কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি বা একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যম সকল বধির শিশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। শিক্ষা পদ্ধতি ও যোগাযোগের মাধ্যম বেছে নিতে হয় শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী।

১.৫ আমরা কি ভাবে শিক্ষা লাভ করি (How We Learn)

ইন্দ্রিয়গুলি হল শিখনের প্রবেশদ্বার। তথ্য ও জ্ঞান রাশি যা আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পেয়ে থাকি তা আমরা সংগ্রহ করি দূর সংবেদী—শ্রবণ ও দর্শন এবং নিকট সংবেদী গন্ধ, স্পর্শ ও স্বাদের মাধ্যমে। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত থাকি কারণ আমরা আমাদের কান কখনোই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে পারি না। এমনকি ঘুমিয়ে থাকার সময়েও সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারি না। শব্দানুভূতি আমরা পরিবেশের যে কোনো দিক থেকে পেতে পারি কিন্তু কেবল মাত্র কাছের এবং সামনের জিনিসগুলোই আমরা চোখ খোলা অবস্থায় দেখতে পাই। যাইহোক বেশীর ভাগ জ্ঞানই আমরা দূর সংবেদী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জন করি। এবং ভাষা বেশীরভাগই শ্রবণের মাধ্যমে অর্জন করি, ব্যতিক্রম সাংকেতিক ভাষা (Sign language) যা বধিররা কেবলমাত্র দর্শনের মাধ্যমে আয়ত্ত করে থাকে।

১.৫.১ তথ্য সরবরাহকারী প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক সংকেতগুলি (The Primary and Secondary signals that Provide Information)

মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীব জন্তুরাও পঞ্চেন্দ্রিয় তথা প্রাথমিক সংকেত প্রদানকারী সিস্টেমের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে তথ্য পেয়ে থাকে মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ীদের (যেমন বানর, ডলফিন প্রভৃতি) পরিবেশ থেকে গৃহীত তথ্য নিয়ে চিন্তা করার, আত্মস্থ করার এবং বিশ্লেষণ কার্য কারণ সম্পর্ক

নির্ণয় ধারণা তৈরী ও সমস্যার সমাধান প্রভৃতি) মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্মগত ক্ষমতা আছে। এছাড়া মানুষের আনুষঙ্গিক সংকেত রাখি (ভাষা ব্যবহৃত শব্দ) গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা রয়েছে। শব্দ হল মুখ্যত যুক্তিহীন **(arbitary)** কথ্য চিহ্ন যা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত প্রতিটি বিষয়/জিনিসকে সূচিত করে এবং ভাষা ব্যবহারের সূত্রগুলির সঙ্গে মস্তিষ্কে জমা থাকে। শব্দের সাহায্যেই আমরা যে কোনো ধারণাকে মন বা মস্তিষ্কে সঞ্চয় করে রাখি যা আমাদের সচেতন এবং অনবদ্য ভাবে পার্থক্য সৃষ্টিকারী চিন্তন প্রক্রিয়ার ফল। এখানে শব্দ 'arbitary' কথার অর্থ হল—শব্দ প্রতীক এবং প্রকৃত বিষয় যাহা শব্দ প্রতীক উপস্থাপিত করে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ শব্দ ও শব্দের দ্বারা নির্দেশিত বিষয়/বস্তুর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। যেমন, বিভিন্ন ভাষায় নির্দেশিত কোন কাজ বা বিষয়/বস্তু একই কিন্তু শব্দগুলি ভিন্ন। যেমন 'আম' হল গুজুরাটিতে 'Kairi' হিন্দিতে 'aam' তামিল ভাষায় 'awakaya' প্রভৃতি। যাহোক মানুষের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক সংকেত যথা ভাষা, পরবর্তীকালে তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস ও সবচেয়ে কার্যকারী অস্ত্র হিসাবে বুদ্ধিদীপ্ত কাজের সহায়ক হয়।

১.৫.২ মানুষ অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main Distinguishing Feature Between Man and Other Animals

ভাষা অর্জন ও ভাষার ব্যবহার হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে অন্যান্য প্রার্থীদের থেকে পৃথক করে। অন্যান্য জীবেরা কিছু শব্দ সংকেত ব্যবহার করলেও তা খুবই সীমিত এবং সম্পূর্ণভাবে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ তোতা কখনোই সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারে না, কুকুর জটিল আদেশ বুঝতে পারে না। অপরপক্ষে মানুষ পৃথিবীকে ভাষার সাহায্যে উপস্থাপিত করতে পারে, যা মানুষকে তার পরিবেশের তাৎক্ষণিক স্থান কাল অনুযায়ী মুক্ত ভাবে বিচরণ করতে সাহায্য করে। ভাষা মানুষকে বর্তমান সম্বন্ধে বলতে এবং চিন্তা করতে সাহায্য করা ছাড়াও দূরের কিংবা অতীত কিংবা ভবিষ্যতের বিষয়/ঘটনা, জিনিস সম্বন্ধে চিন্তা করতে ও বলতে সাহায্য করে। প্রাণীদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। যা সম্পূর্ণভাবে জীবের জিনগত গঠন দ্বারা নির্ধারিত। সেই কারণে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের কাকেরা একইভাবে ডাকে, মৌমাছিরা কিছু দলগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ছাড়া জিন গতভাবে অর্জিত একই ধরনের নাচ নেচে থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে বসবাসকারী মানুষের ভাষা ভিন্ন। যদিও ভাষা অর্জনের জন্য সক্ষমতা জিনগতভাবে অর্জিত তবুও প্রতিটি ভাষার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণ আলাদাভাবে শিখতে হয়। কেবলমাত্র মানুষই ভাষার মত জটিল শ্রবণের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারে।

১.৬ আমরা কি ভাবে শুনি (How we Hear and How Deafness is Caused)

১.৬.১ কান (The Ear)

কান হল শরীরের সূক্ষ্ম অংশগুলির মধ্যে একটি যা সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কানের মুখ্য তিনটি ভাগ হল—

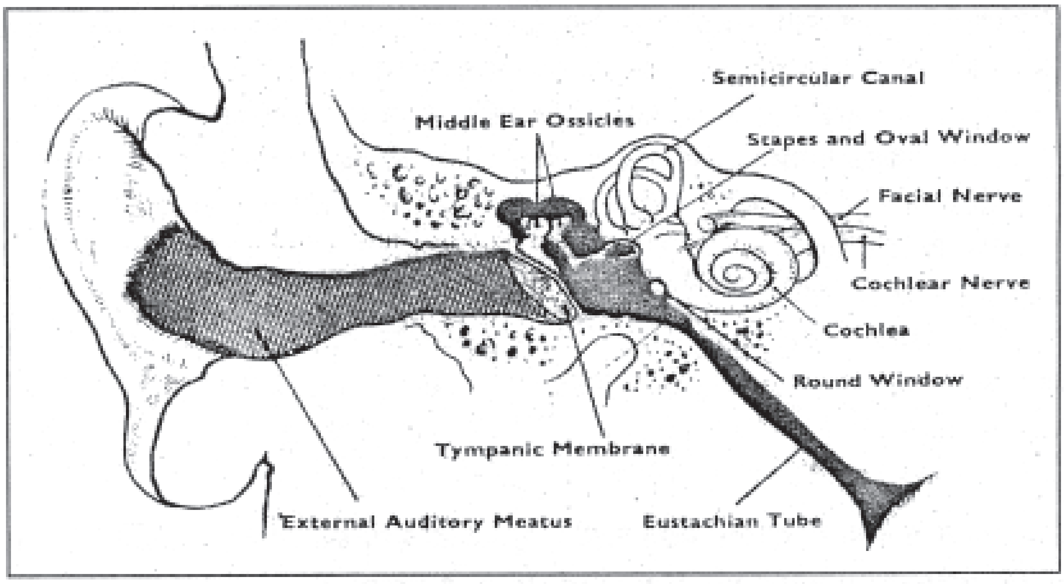

- **বহিঃকর্ণ**—যা বাইরে থেকে দেখা যায় কর্ণছত্র এবং যা কর্ণনালী বেয়ে কানের পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত (এই অংশটি সহজে দেখা যায় না)।

- **মধ্যকর্ণ**—এটা বহিঃকর্ণের অর্থাৎ কানের পর্দার ঠিক পরের অংশ, এতে রয়েছে তিনটি ছোট হাড় নিয়ে গঠিত একটি শৃঙ্খল, যা কানের পর্দার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে সুসংবদ্ধ ভাবে কাঁপতে থাকে এবং কানের পর্দার কম্পন অন্তঃকর্ণে যেতে সাহায্য করে।

- **অন্তঃকর্ণ**—এটা কানের সবচেয়ে জটিল অংশ। এই অংশ শব্দ গ্রহণ এবং তার কম্পাঙ্ক বিশ্লেষণ করে যার ফলে শ্রবণ স্নায়ু ও শ্রবণ পথে আসা শব্দকে মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া করে ও অর্থোদ্ধার করে।

উপরোক্ত তিনটি অংশের যে কোনো একটি অংশ এবং মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রের যে-কোনো অংশে ক্ষতি হলে বধিরতা ঘটে থাকে।

১.৬.২ বধিরতার প্রকারভেদ (Types of Deafness)

- **পরিবহন জনিত (Conductive Deafness)**—বধিরতা বস্তুত বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ পরিবাহকের কাজ করে। এদের কাজ হল শব্দকে অন্তঃকর্ণে পৌঁছে দেওয়া। কোন কারণে বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ ক্ষতি হলে শব্দ অন্তঃকর্ণে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে পৌঁছতে না পারার জন্য যে ধরনের বধিরতা সৃষ্টি হয় তাকে পরিবহন জনিত বধিরতা বলে। এই ধরনের সমস্যা চিকিৎসার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। এছাড়া এই ধরনের সমস্যাযুক্ত শিশু বা ব্যক্তি সাধারণত খুব জোরালো শব্দে শুনতে এবং কথা বুঝতে পারে।

- **সংবেদন-স্নায়বিক বধিরতা (Sensory Neural Deafness)**—অন্তকর্ণের সমস্যার ত্রুটির কারণে

শোনার সমস্যা সৃষ্টি হলে তাকে সংবেদন স্নায়বিক বধিরতা (Sensory neural Deafness) বলে। সংবেদন স্নায়বিক (Sensory neural) বধিরতা এবং কেন্দ্রীয় (central) বধিরতা ঔষধ বা অস্ত্রপ্রচারের দ্বারা সারিয়ে তোলা যায় না, কিন্তু উদ্ভূত সমস্যাকে অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায় শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্র এবং ভাষা শেখানোর বিভিন্ন পদ্ধতি, বাড়িতে প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ ব্যবস্থার শিক্ষার মাধ্যমে।

- **মিশ্র বধিরতা** (Mixed Hearing loss)—অনেক সময় কোনো শিশুর পরিবহন জনিত বধিরতা ও সংবেদন স্নায়বিক বধিরতা উভয়ই থাকতে পারে। একেই মিশ্র বধিরতা বলা হয়। এক্ষেত্রে পরিবহন জনিত সমস্যার চিকিৎসা করা যায়। যাহোক বর্তমানে সংবেদন-স্নায়বিক বধিরতা (sensory neural loss)-র ক্ষেত্রে অন্তঃকর্ণে ককলিয়া প্রতিস্থাপন (cochlear implant) করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে Paper-3 Block No.1-এ বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

- **কেন্দ্রীয় বধিরতা (Central Hearing loss)**—এটা হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অস্বাভাবিকতা যা মস্তিষ্কের ক্ষতি কিংবা রোগের কারণে হয়ে থাকে।

১.৬.৩ শ্রবণে বাধাপ্রাপ্তদের শ্রেণিবিভাগে ব্যবহৃত শব্দাবলী (Terms Used in Classification of Hearing Impairment)

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বধিরতাকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এটা মূলত তাঁরা কীভাবে এই সমস্যার জন্য সহায়তা প্রদান করছেন—তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এবং শ্রবণ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা মুখ্যত বধিরতার মাত্রা ও প্রকার নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাগত বা শল্য চিকিৎসাগত সাহায্য প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বধির ব্যক্তির উপযুক্ত শব্দ-বিবর্দ্ধনকারী যন্ত্রও দিয়ে থাকেন। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা ও শ্রবণ বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দাবলী :

- **ক্ষতির প্রকৃতি অনুযায়ী—**

(ক) পরিবহনজনিত (Conductive)

(খ) সংবেদন-স্নায়বিক (Sensory neural)

(গ) মিশ্র (Mixed)

(ঘ) কেন্দ্রীয় (Central)

- **বধিরতার মাত্রা অনুযায়ী—**

(ক) স্বল্প মাত্রা (Mild) 26-40 dBHL

(খ) মধ্যম মাত্রা (Moderate) 41-55 dBHL

(গ) মধ্যম থেকে গুরুতর মাত্রা (Moderately serve) 56-70 dBHL

(ঘ) গুরুতর মাত্রা (Severe) 71-90 dBHL

(ঙ) অত্যাধিক গুরুতর মাত্রা (Profound) 90 dBHL র উর্দ্ধে।

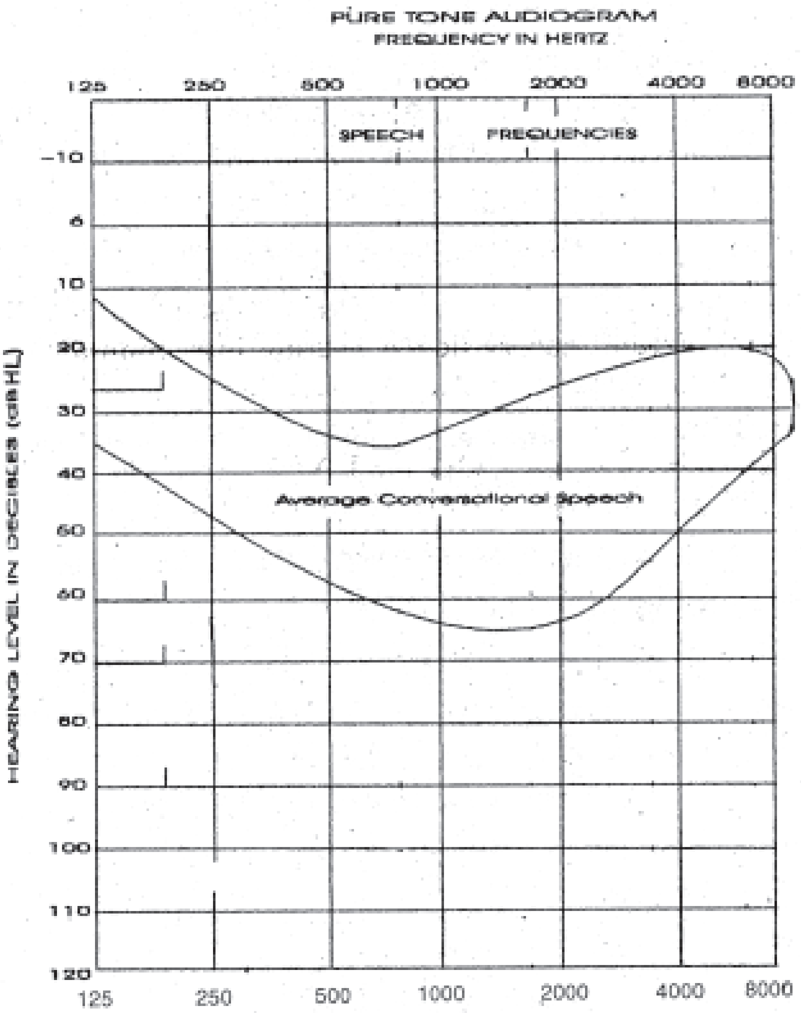

উপরিউক্ত পরিভাষাগুলি কোনো ব্যক্তির কী ধরনের সমস্যা আছে, কতটা তিনি তার অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন এবং কীভাবে কতটা সমাজের কাজে যোগদান করতে পারবেন তা সূচিত করে।

একজন স্বল্প (Mid) বা মধ্যম (Moderate) মাত্রার ক্ষতি সম্পন্ন ব্যক্তি শান্ত পরিবেশে যথেষ্ট উচ্চ মাত্রার কথা শুনতে সক্ষম। আবার অত্যাধিক গুরুতর (Profound) থেকে গুরতর (Severe) মাত্রার বধির ব্যক্তি শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করেও যথেষ্ট পরিমাণ ভাষা ও কথা আয়ত্ত করতে সমর্থ নাও হতে পারেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, তার মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষামূলক বিকাশের ধরন নির্ধারণ করে—বধিরতার মাত্রা এবং কোন বয়সে এই বধিরতা এসেছে তার উপর।

● **শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী**—শিক্ষাগত ভাবে শ্রবণ ক্ষতিকে, শিশুর বিকাশের কোন স্তরে এই ক্ষতি হয়েছে, সেই অনুযায়ী ভাগ করা হয়—

(ক) জন্মগত /জন্ম থেকে (Congenital/from birth)

(খ) প্রাক-ভাষিক বা ভাষা অর্জনের আগে (Pre-lingual)

(গ) উত্তর-ভাষিক বা ভাষা অর্জনের পরে (Post lingual)

(ঘ) কর্মজীবনে প্রবেশের পরে (Post-vocational)

কোন বধির ব্যক্তি বা শিশু তার অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতাকে কতটা ব্যবহার করতে পারবে এবং কিভাবে সে তার পরিবেশে বা সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে তা বোঝাতেই এই পরিভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়। বধিরতার এই স্তর-ই দেবে, ভবিষ্যতে ঐ বধির ব্যক্তি বা শিশু কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

১.৬.৪ বধিরতার কারণ (Causes of Deafness)

বধিরতার মুখ্য কারণ হল বংশগত দুর্ঘটনা এবং অসুস্থতা। প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বধিরতার কারণ হল বংশগতির ধারা বা জিনগত। পরিবেশগত উপাদানগুলিও (দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বিষক্রিয়া সম্পন্ন ঔষধ প্রভৃতি) অনেক ক্ষেত্রে বধিরতার জন্য দায়ী। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন রুবেলা এবং অন্যান্য ভাইরাস ঘটিত সংক্রমণও শিশুর বধিরতার কারণ হতে পারে। জন্মগ্রহণের সময় নানা সমস্যাও (অক্সিজেনের অভাব প্রভৃতি) বধিরতার জন্য দায়ী। শৈশবে অসুস্থতা বা সংক্রমণও বধিরতার জন্য দায়ী। শৈশবে অসুস্থতা বা সংক্রমণ ও বধিরতার কারণ হতে পারে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চশব্দ সম্পন্ন এলাকায় থাকলে প্রোগ্রেসিভ এবং এমনকি গুরুতর স্নায়বিক বধিরতাও হতে পারে। একইভাবে টিউমার বিস্ফোরক শব্দ, মাথায় আঘাত বা ক্ষতির কারণেও বধিরতা আসতে পারে।

১.৭ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলি (The factors that influence a hearing impaired child's normal development)

একটি শ্রবণ বাধাপ্রাপ্ত শিশুর (মুখ্যত যে গুরুতর থেকে অতিমাত্রায় গুরুতর শ্রবণ হীনতায় আক্রান্ত) ভাষা ও কথা শেখার জন্য এবং যোগাযোগের এই দক্ষতা শিশুকে শিক্ষার্জনে এবং সামাজিকীকরণে সাহায্য করে।

শিশুর উন্নয়নে প্রভাব বিস্তারকারী মুখী উপাদানগুলি—

- কোন বয়সে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা শুরু হয়েছে।
- প্রতিবন্ধকতার মাত্রা এবং প্রকার /প্রকৃতি।

- প্রতিবন্ধকতার আবিষ্কার ও সনাক্তকরণের সময়।
- কোন বয়সে প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।
- শিশুর প্রয়োজনে ব্যবহৃত উপযুক্ত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র বা অন্যান্য যোগযোগ পদ্ধতি।
- মানসিক সক্ষমতা।
- ব্যক্তিত্ব।
- বাড়ির এবং চারিধারের পরিবেশ।
- মা-বাবাকে দেওয়া নির্দেশনা এবং তদ অনুযায়ী তাদের চলার সক্ষমতা।
- মা-বাবা বা অভিভাবকের সহায়তা।
- বিদ্যালয়ের শিখনের গুণগত মান।

১.৮ অক্ষমতা বিষয়ে সমাজের ভূমিকা (Society's Role in Dealing with Disability)

সমাজ /সরকার সাধারণত সমস্ত শিশুর প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয় স্থাপন করে থাকে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আগে এই সমস্ত অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষার এবং প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ্যত বিভিন্ন বেসরকারী সেবা মনস্ক সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত হত। স্বাধীনতার পর সরকার এদের শিক্ষা বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে—

- সারাদেশে প্রায় ৫৫০টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে শ্রবণে বাধাপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য।
- মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুতে এই ধরণের বিদ্যালয় সর্বাধিক।
- মুম্বাই ছাড়া অনেক জায়গায় আবাসিক বিদ্যালয়ও আছে।
- ‘‘শ্রীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ’’ এর গুরত্ব উপলব্ধি করে অনেক প্রতিষ্ঠান সবরকম পরিষেবার সুযোগ সুবিধা সহ প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা ও মা-বাবাকে নির্দেশনা ও পরামর্শদান শুরু করেছে।
- বর্তমানে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। যদিও এর জন্য ভাষার ভিত্তি যথেষ্ট শক্তপোক্ত হওয়া ও কথ্য ভাষায় যোগাযোগ করতে পারার সক্ষমতা প্রাথমিক ও আবশ্যিক শর্ত।
- বধিরদের শিক্ষায় শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহারের উপর অধিক জোর প্রদান করা হয়। যদিও অনেক সংস্থা বিভিন্ন শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র এবং অন্যান্য শব্দ বিবর্ধনকারী যন্ত্রপাতি নিয়ে ভারতীয় বাজারে উপস্থিত, তবুও উপযুক্ত সঠিক এবং উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র বিদ্যালয়ে যাওয়া সমস্ত বধির শিশুদের দেওয়া, পরিচর্যা করা এবং সারানোর ব্যবস্থা করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- বয়ঃসন্ধিতে থাকা ও প্রাপ্তবয়স্ক বধিরদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে স্থাপন করা হচ্ছে। (পেপার-১ এর ব্লক-৩ দেখুন)
- বিশেষ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তৈরী করা হয়েছে।

বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি এদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্র (Special Employment Exchange) খোলা হচ্ছে। (এ বিষয়ে আরও জানতে পেপার-১ এর অন্য এককগুলি দেখতে হবে।

১.৯ যারা সাফল্য লাভ করেছেন (The Achievers)

১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে প্রায় চার মিলিয়ন শ্রবণ বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে (পরিবারে এবং / অথবা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে) নিজেদের অস্তিত্ব সফল ভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন। কিছু ব্যক্তি টাইটন ঘড়ি কোম্পানিতে, কিছু টেলকো প্রভৃতি সংস্থায় ড্রাফটম্যান হিসাবে, কিছু ব্যাঙ্কে কাজ করছেন। কিছু ব্যক্তি অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে রেলে, জাহাজঘাটিতে, বিভিন্ন কোম্পানির প্যাকেজিং শাখায় কাজ করছে। এরা বধিরদের সঙ্গে কাজ করতে বেশী ভালবাসে। সাধারণত যে সব কাজে যোগাযোগের সক্ষমতা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় সেইসব কাজ বধিররা বেশী পছন্দ করে। স্থায়ী কাজ, এমনকি অস্থায়ী কাজও এদের সুরক্ষা /নিরাপত্তা, আত্ম-সচেতনতা তথা আত্ম সম্মান বাড়িতে দেয়।

১.১০ বধিরদের দ্বারা প্রকাশিত অনুভূতি (Feelings As Expressed By The Deaf)

বধিরতাযুক্ত মানুষদের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা রয়েছে। কিছু জন শিক্ষায় ভালো সাফল্য পেয়েছেন এবং এঁরা সাধারণ ক্ষমতাযুক্ত মানুষদের সঙ্গে সমন্বিত হতে সক্ষম। এঁরা সাবলীলভাবে ওষ্ঠপাঠে সক্ষম এবং সাধারণত পরিষ্কারভাবে কথা বলতেও পারেন।

অপরপক্ষে, অন্যান্যদের কথা বলার ও ওষ্ঠপাঠ করার ক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং তাঁরা প্রধানত সাংকেতিক ভাষার উপর নির্ভরশীল। এঁরা নিজেদের মধ্যেই সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অসন্তুষ্ট এবং হতাশ কিন্তু তাদের মনের এই ভাব তারা প্রকাশ করতে পারে না। কিছু বধির ব্যক্তি আছেন যাঁদের কিছুটা কথা বলার কিছুটা ওষ্ঠপাঠ করার ও কিছুটা সাংকেতিক ভাষার দক্ষতা আছে। তাদের মনোভাবেরও বিভিন্নতা আছে।

অ-প্রতিবন্ধী মানুষের পৃথিবী তাদের কী চোখে দেখে সে বিষয়ে কিছু বয়ঃ সন্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্ক বধিরের অনুভূতি নিম্নে দেওয়া হল ঃ—

— ‘‘আমার খুব মনে হয়, এখনকার মত যদি বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে আমি শিক্ষিত হতে আর এই সমাজের ভাষা শিখতে পারতাম, তবে কত ভাল হত...।’’

— ‘‘আমার মা-বাবা যদি আমার সঙ্গে এখনকার মত সমৃদ্ধ সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতো তবে আমরা পরস্পরকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারতাম।’’

— ‘‘আমাদের সঙ্গে সহজ ও কার্যকরী যোগাযোগের জন্য সব শিক্ষকেরই সাংকেতিক ছাপ শেখা দরকার।’’

— ‘‘আমাদের যা ইচ্ছা করতে বল শুধু স্কুলে যাওয়া ছাড়া।’’

১.১১ বয়স্ক বধিরদের জীবনযাত্রা (The Life Style of Adult Deaf)

প্রাপ্ত বয়স্ক বধিরদের মনস্তত্ত্ব ও জীবনধারা সম্পর্কে FRANK FURTH রচিত 'Thinking without Language' বইটি এদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে। বইটিতে FURTH প্রাপ্ত বয়স্ক বধিরদের প্রাত্যহিক জীবনের অনিবার্য ঘটনাগুলি—যেমন, কাজ করা, সামাজিক জীবনে যুক্ত হওয়া এবং পরিবার তৈরী প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বেশীরভাগ বধিরের ভাষাগত সক্ষমতা খুব নিম্নমানের। যাহোক, পরিণত বধিরের জীবনযাত্রা, আর পরিণত শ্রবণযুক্ত ব্যক্তির জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। উভয়েই একই মূল্যবোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। একই ধরনের প্রশ্নে সমান আগ্রহ প্রকাশ করে, একই ধরণের বিনোদনমূলক এবং বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল তাদের পরস্পরের সাহচর্য্য পাওয়ার প্রবণতা এবং অল্প সংখ্যক কাজের মধ্যে পেশাগত জীবনের সীমাবদ্ধতা। এর কারণ হল সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে এমন অনেক কিছু শেখে যা বধির ব্যক্তিদের শেখানো বা বোঝানো হয় না।

সাধারণত বধির শিশু প্রথাগত শিক্ষায় খুব সাফল্য পায় না। তাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠসূচী সম্পূর্ণ করতে শ্রবণযুক্তদের তুলনায় অনেক বেশী সময় লাগে, ফলে এই শিশুদের পরিণত বয়সে স্বাভাবিক শ্রবণযুক্তদের ন্যায় জীবন নির্বাহ করা খুবই কঠিন। তবুও তারা চেষ্টা করে এবং মানিয়ে নেয়। সমস্ত পাঠ্যক্রম কথা বলার দক্ষতার উপরে ভিত্তি করে তৈরী হলেও বাস্তব জীবন সম্পূর্ণভাবে এর উপর নির্ভরশীল নয়।

বধির ব্যক্তির কিছু দুর্বলতা আছে। তারা সাধারণত অল্প শিক্ষিত, ফলত বেকার, অনেকে একাকী অবহেলিত এবং সমাজের কাছে অপাঙক্তেয় অবস্থায় থাকে। এরা তাই নিজেদের সাধারণ মানুষের সমাজের অন্তর্ভুক্ত ভাবে না। এবং এ অবস্থায় অন্য বধির ব্যক্তিদের সাহচর্যই তাদের মানসিক শক্তি জাগাতে পারে।

১.১২ বধিরতার মনস্তাত্ত্বিক দিক—বোঝার প্রয়োজনীতা (Psychological Aspects of Deafness-The need for Understanding)

গুরুতর প্রতিবন্ধকতা, শিশুকাল থেকেই যদি এই সমস্যার কুপ্রভাব প্রতিহত করার চেষ্টা না করা হয় তবে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ তার শ্রবণহীনতা দ্বারা প্রভাবিত হবে। এর প্রভাবে শুধু বধির শিশুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিবার এমন কি তার সমাজও।

১.১২.১ শিশু (The Child)

- স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে।
- নানান অভিজ্ঞতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় যা স্বাভাবিক শ্রবণ সম্পন্নরা সহজেই পেয়ে থাকে। যেমন গলার স্বর শুনে মানুষ চেনা, বাসনের আওয়াজে খাওয়ার কথা মনে পড়া, গান গাওয়া ও শোনা, মায়ের ডাক শোনা কথা ইত্যাদি।
- শ্রবণযুক্ত শিশু যা সহজেই পেয়ে থাকে তা খুবই কষ্ট করে বারবার চেষ্টা করে তাকে পেতে হয়।

১.১২.২ পরিবার (The Family)

প্রতিবন্ধকতা ব্যাপারটা শিশুর পক্ষে ঠিক কী রকম তা বোঝার জন্য এবং শিশুটির জীবনে এর প্রভাব বুঝতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

- কীভাবে এর প্রভাব কমানো যায় এবং কীভাবে শিশুর জানা শেখার প্রক্রিয়াকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হতে হয়।

- পিতামাতাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হয় যে তারাই শিশুটির প্রথম শিক্ষক এবং বাড়ীর স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের মত আর কেউই ঐ শিশুকে সহায়তা দিতে পারবে না।

- ভাইবোনেরা অনেক সময় বধির শিশুটির প্রতি অন্য রকমের ব্যবহার করতে পারে। আবার অনেকে বধির ভাই/ বোনের যত্ন নিয়ে সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে।

১.১২.৩ বয়ঃসন্ধির এবং অন্য বয়সের বধিরতা (The adolesceul and the other deaf)

বয়ঃসন্ধির বছরগুলো সব শিশুর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ আর বধির শিশুদের জন্য এই সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, এ সময় পরিবারে মানসিক চাপ বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই সময় পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে যে তার অবস্থান নিয়ে প্রায়শই সমস্যায় পড়ে। এই সময় সে তার নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পর্ক গড়তে এবং তা বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করে। ‘‘আমি কে?” ‘‘পরিবারে আমার স্থান কোথায়?” ‘‘আমি কীভাবে পরিবেশের যোগ্য হয়ে উঠবো?, ‘‘ব্যক্তি হিসাবে আমার কতটা মূল্য আছে?” —প্রভৃতি হল বয়ঃসন্ধিতে উপনীত প্রতিটি শিশুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা বধিরদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সমবয়সীদের শ্রবণযুক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরিবারের কাছেও বোঝা মনে হয়। ফলে এই সময় বধির ব্যক্তি ও তার পরিবার উভয়েই মনঃস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিকভাবে ভীষণ মানসিক অস্থিরতার মধ্যে থাকে।

১.১২.৪ দাদু ও ঠাকুরমা (The graud parents)

এঁরা নিজের ছেলের কথা ভেবে এবং বধির নাতি নাতনির কথা ভেবে, দুই দিক দিয়ে মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন এবং এঁরা সর্বতোভাবে শিশুর সামগ্রিক বিকাশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

১. ১২. ৫ সাধারণ জনগোষ্ঠী (The community at large)

অনেক সময় সাধারণ মানুষ এই ধরণের সমস্যা ও শিশুর বিকাশে তার প্রভাব সম্পর্কে অবহিত নন। সেক্ষেত্রে সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচী এ সমস্যাকে কিছুটা অন্তত কমাতে সাহায্য করতে পারে।

১. ১৩ সারসংক্ষেপ (Summary)

এই এককে বধিরতা জনিত অক্ষমতাকে সব রকমের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা এই অক্ষমতা থেকে উদ্ভুত জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এ সমস্যার

সমাধান রয়েছে ''শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ'' ও ''উচ্চ গুণ মানের প্রশিক্ষণ''-এর উপর যা পরবর্ত্তী একক গুলিতে আলোচিত হয়েছে।

১.১৪ আত্ম পঠন (Self Study)

১. বধির শিশু/ব্যক্তির কাজে বধিরতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করুন।

২. ব্যাখ্যা করুন—

- প্রাক্ ভাষিক বধিরতা (Prelingually deaf)
- উত্তর ভাষিক বধিরতা (Postlingually deaf)
- বধির ও মূক (Deaf & Dumb)
- বধির জনগণের মধ্যে ভিন্নতা
- যোগাযোগের প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক সংকেত পদ্ধতি

৩. শ্রবণযুক্ত ও বধির প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবন ধারার মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন।

১.১৫ বাড়ীর কাজ (Assignments) / অনুশীলনী

(ক) বধির শিশু বা ব্যক্তির আচার আচরণে বা কাজে বধিরতার প্রভাব বিবৃত করুন।

(খ) 'Adult deaf ও 'Adult hearing' জনগণের শ্রবণযুক্ত ও বধির প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবনযাত্রার তুলনা মূলক আলোচনা করুন (দুজন প্রাপ্তবয়স্ক বধিরদের উদাহরণ সহযোগে)।

১.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for discussion and clarification)

এই একক পাঠ করার পর আরও যা জানতে চান তা লিখুন।

১.১৬.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

....

....

....

১.১৬.২ ব্যাখ্যার সূত্র (points for Classification)

....

....

....

১.১৭ উৎস (References)

১. Hens G. Furth, *(Thinking without language–Psychological Implications of Deafness* (New York : The Free Press, 1966)

২. J.M. Bamford and J.C. Saunders, *Hearing Impairment, Auditory Perception and Language Disability,* (London : Whurr Publisher, 1994)

৩. National Information Centre on deafness & National Association of the Deaf Deafness : A fact Sheet (Washington DC : Gallaudet University Press, 1984-1987.

৪. *Gallaudet Encyciopedia of Deaf people and Deafness Ed.* : John V. Cleve : Volume 1, (McGraw Hill Inc., 1987)

একক-দুই □ বধির শিক্ষার ইতিহাস (The History of Education of the Deaf)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ সভ্যতা

২.৪ ইউরোপ

২.৪.১ অ্যারিস্টটল ও সক্রেটিস

২.৪.২ রোমানরা

২.৪.৩ ষোড়শ শতাব্দী

২.৪.৪ সপ্তদশ শতাব্দী

২.৪.৫ অষ্টাদশ শতাব্দী

২.৪.৬ ঊনবিংশ শতাব্দী

২.৫ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

২.৫.১ আমেরিকার প্রথম বিদ্যালয়

২.৫.২ আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

২.৫.৩ ক্লার্ক বিদ্যালয়

২.৫.৪ হেলেন কেলার

২.৬ ভারত

২.৬.১ ভারতের প্রথম বিদ্যালয়

২.৬.২ প্রাক্ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়

২.৬.৩ ভারতীয় শিক্ষা কর্মসূচী

২.৬.৪ গৃহ প্রশিক্ষণ ও শিশু প্রশিক্ষণ

২.৬.৫ প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা

২.৬.৬ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

২.৬.৭ কলেজ শিক্ষা

২.৬.৮ মুক্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

২.৭ বহুভাষাতত্ত্ব (মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম)

২.৮ বিভিন্ন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি **(Methods & Approaches)**

২.৯ সমন্বয় বা একীকরণ

২.১০ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

২.১১ মানব শক্তির বিকাশ

২.১১.১ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২.১২ জাতীয় পুরর্বাসন পর্ষদ **(RCI)**

২.১৩ সারসংক্ষেপ

২.১৪ আত্ম সংশোধন

২.১৫ বাড়ীর কাজ

২.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১৬.১ আলোচনার সূত্র

২.১৬.২ ব্যাখ্যার সূত্র

২.১৭ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

বধিরতা যেহেতু দেখে বোঝা যায় না এবং শিশু বয়সে বধিরদের চিহ্নিত বা সনাক্ত করণের জটিলতার কারণেই এই ধরনের শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করা হত। সেই কারণেই বধির-মূকদের মতই তাদের শিক্ষার ইতিহাস ও দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়ে ছিল। এখানে আমরা ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় বধির শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করলে একজন শিক্ষার্থী :—

- ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতে বধির শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ সমন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের উল্লেখযোগ্য অবদান সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- বধিরদের শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহের পরিবর্তনের কারণগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতে বধিরদের জন্য প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের জন্য সরকারী নীতিসমূহ জানতে পারবেন।

২.৩ সভ্যতা (Civilization)

সভ্যতা হল সমাজের এক উন্নততর অবস্থা বা ক্রম বিকাশের পদ্ধতি এবং সভ্যতার এই ক্রম বিকাশের ইতিহাসে শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২.৪ ইউরোপ (Europe)

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম দিকে 'বধির ও মূক' ব্যক্তিদের অবস্থা ও ভূমিকা সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়তো খুবই দুরবস্থার মধ্যে থাকত কারণ— "Herbrew Law" ও "Ten Commandments" অনুযায়ী "Thou shall not cures the deaf or put a Stumbling block before the blind, but thou shall fear the God—I am the Lord."।

২.৪.১ অ্যারিস্টটল ও সক্রেটিশ (Aristotle & Socrates)

ঐ অঞ্চল 'বধির ও মূক'দের মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের সঙ্গে একই দলভুক্ত করে রাখা হত। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে অ্যারিষ্টটল দেখেছিলেন জন্মগত বধিরতার সাথে কথা না বলার কিছু সম্পর্ক আছে। তিনি বলেছিলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ("a sound mind in a sound body") একটি সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মন তৈরি করা।

সক্রেটিশ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭০ থেকে ৩৯৯) উপলব্ধি করেছিলেন যে যারা কথা বলতে পারে না তারা কেবলমাত্র আকার ইঙ্গিত বা ইশারা এবং নির্বাক অভিনয়ের (Pantomime) সাহায্য নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

২.৪.২ রোমানরা (The Romans)

রোমানরাও তাদের সমাজে বধিরদের কোন মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেয়নি। Justice সাম্রাজ্যে (৫২৫থেকে ৫৬৫ এ. ডি) "Justice Code" 'বধির ও মূক'দের নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'বধির ও মূক' এবং যারা কথা বলতে শেখার পরবর্তী জীবনে বধির হয়েছে ও লিখতে পারে, তাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখাও টানা হয়েছিল।

ষোড়শ শতকের পূর্বে বধিরদের কোন দক্ষতা অর্জনমূলক প্রশিক্ষণ বিষয়ে খুব সামান্যই তথা পাওয়া যায়। এমনই একটি উদাহরণ হল "Counsel of Caesar Augusts" এর ছেলে Quintas Pecluis যাকে অংকন শিক্ষা দেওয়া হত।

২.৪.৩ ষোড়শ শতাব্দী (16th Century)

রেনেসাঁস পরবর্তী সময়ে শিক্ষার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছিল। শিক্ষা অধিকতর বিধিবদ্ধ নির্দেশনা হিসাবে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও জ্ঞানার্জনের সহায়ক হয়েছিল।

স্প্যানিশ সন্ন্যাসী—"Pedro Ponee de leon" কেই আধুনিক বধির শিক্ষার অগ্রদূত বলা হয়, ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে তিনি বধিরদের বাক-মাধ্যম শিক্ষা (Oral education) শুরু করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বধিরদের লেখা, পড়া ও কথা শেখানো যেতে পারে। তিনি 'Sen Salvador' এর একটি ছোট্ট আশ্রমে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু আশ্রমে আগুন লেগে তাঁর সব কাজ ধ্বংস হয়ে যায়।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে Juan Pablo Bonet নামক আর এক স্পেনীয় তাঁর নিয়োগ কর্তার বধির ছেলেকে শিক্ষাদান করেছিলেন। তিনি বধির ছাত্রটিকে হস্ত-ভাষা পদ্ধতি (manual alphabet system) এবং সংকেত ও ইশারার সাহায্যে উচ্চারণ ও ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বধিরদের জন্য প্রথম লিখিত বইটি ছিল Juan Pablo Bonet-এর যেখানে আমরা ওষ্ঠপাঠ সম্বন্ধে প্রথম জানতে পারি।

২.৪.৪ সপ্তদশ শতক (17th Century)

স্পেনীয়দের সাফল্য, বধিরদের শিক্ষাদান ইউরোপে বধির শিক্ষা অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

John Buluear নামক এক ইংরেজ ১৬১৪-১৬৮৪ বধিরতা সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন dumbness has not necessary effect of deafness এবং তিনি বধিরদের শিক্ষাদান বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদিও তিনি তাঁর নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতি গোপন রেখেছিলেন।

John Konard Ammann নামক এক ইংরেজ ১৬৬০-১৭২৪ নামক হল্যান্ডে বসবাসকারী এক সুইজ ব্যক্তি বধিরদের শিক্ষায় ওষ্ঠপাঠ এবং অন্যান্য পদ্ধতির (methods) উন্নয়ন করেছিলেন এবং তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেছিলেন। 'KONARD'ই প্রথম বধিরদের ভাষা ও কথা শিখানোর জন্য ওষ্ঠপাঠকে একটি অপরিহার্য বিষয় বলে উপলব্ধি করেন।

সপ্তদশ শতকে বধিরদের শিক্ষার বেশীরভাগই ধনী এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

২.৪.৫ অষ্টাদশ শতক (18th Century)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বধিরদের নিয়ে কাজে দুইজন মহান শিক্ষাবিদের অবদান ছিল সব থেকে বেশী। এঁরা হলেন ফ্রান্সের Abbe Charles Michel De L'Epee (১৭১২-৮৯) এবং জার্মানীর Samuel Heinicke (১৭২৯-৯০)।

Abbe বধিরদের শিক্ষাকে জনগণের আগ্রহের বিষয় হিসাবে তুলে ধরার পথ প্রদর্শক। তিনি প্যারিসে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বধিরদের জন্য প্রথম পাবলিক স্কুল স্থাপন করেন। তিনি manual method-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। তিনিই প্রথম ব্যাকরণ সমৃদ্ধ সংকেত অভিধান প্রকাশ করেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি "The French Method" নামে পরিচিত।

যদিও "Abbe" এবং তাঁর উত্তরসূরী 'Sicard.'manual-method ব্যবহার করতেন তবুও Abbe কথ্য ভাষাকে যোগাযোগের সব থেকে সঠিক মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা উভয়েই বাক মাধ্যম শিক্ষাকে নানা কারণে ভালো মনে করতেন। Abbe কতিপয় শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করেছিলেন। Sieard তাদের মধ্যে একজন, জামার্নীর 'Leipzpg' এ Heinicke বধিরদের জন্য প্রথম সরকার স্বীকৃত বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

Abbe এব Heinicke উভয়েই সংকেত কে শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে একমত পোষণ করতেন না, Heincke "লেখা" এবং "ওষ্ঠপাঠ" পছন্দ করতেন। অন্যদিকে Abbe "সংকেত" পচ্ছন্দ করতেন।

বধির শিক্ষা ইউরোপের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নূতন নূতন সৃজনশীল পদ্ধতি ও বিকাশ লাভ করেছিল স্কটল্যান্ডের Thomous Braidwood (১৭৭৫-১৮০৬) একটি বিদ্যালয় শুরু করে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ভাগ্নে Joseph Watson (১৭৬৫-১৮২৯) Braidwood -এর কাজ নিয়ে "Introduction to the Deaf &Dumb" প্রকাশ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সামাজিক ধ্যান-ধারনার পরিবর্তন এসেছিল এবং লোকে বিশ্বাস করেছিল বধিররাও শিক্ষালাভ করতে পারে।

২.৪.৬ ঊনবিংশ শতাব্দী (19th Century)

ঊনবিংশ শতাব্দী বধিরদের প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। Johan Baptist Greaser ১৮২১ সালে এক নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বধিরদের জন্য একটি বিশেষ ইউনিট শুরু করেন।

১৮৮০ সালে Abbe Tar-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "Milan Conferenee"-এ "the Magna Garra of oralism"-এর উদ্ভব হয়েছিল। এই সম্মেলন বাক্-মাধ্যম ও বাক্ -মাধ্যমে (oralism) শিক্ষাদানের দর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। এ পদ্ধতিগুলি শ্রুতি নির্ভর ছিল না।

Edmund Miner Gallaudet এর নেতৃত্বে আমেরিকা থেকে নয় জন শিক্ষক ও Milan Conference-এ যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে ব্রিটেনে একটি College of the Teachers of Deaf (C.T.D.D.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

Education (Blind and Deaf) Act (1893) অনুযায়ী শিক্ষকের একটি প্রারম্ভিক শংসা পত্রকেই বধিরদের শিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হত। প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে National Association of the Teachers of the Deaf (N.C.T.D.-1916) এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

২.৫ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (United States to America)

ইউরোপে বধিরতা বিষয়ে সামাজিক ধ্যান ধারণার নৈতিক ও বৌদ্ধিক অগ্রসরতা এবং Milan Conference এর প্রভাব আমেরিকাতেও বধির শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলেছিল।

২.৫.১ প্রথম বিদ্যালয় ইউ. এস. এ (The First School, USA)

বিচ্ছিন্নভাবে বধিরদের শিক্ষাদান করার প্রচেষ্টা জারি থাকলেও আমেরিকাতে বধিরদের জন্য প্রথম স্থায়ী বিদ্যালয় ১৮১৭ সালে Harford Connecticut-এ স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Mason cogswall যাঁর একটি বধির কন্যা ছিল। এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল— "Connecticut Asylum for the Education & Instruction of Deaf and Dumb Persons." এই বিদ্যালয়ে শতাধিক শিক্ষার্থী ছিল এবং শিক্ষকদের মধ্যে একজন Thomas Hopkins Gallaudet ছিলেন বধিরদের শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহী। Cogswell তখন Gallaudet কে শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য ইউরোপে পাঠান, কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ডে থাকার পর Gallaudet প্যারিসে যান এবং Sicaro এর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনমাস প্রশিক্ষণের নেওয়ার পর তিনি Sicaro কে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা ফিরে আসেন। বর্তমানে Hardford এর বিদ্যালয়টি "American School for the Deaf" নামে পরিচিত।

Gallaudet এর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার পোষিত ওয়াশিংটন ডি.সিতে অবস্থিত বধিরদের জন্য প্রথম কলেজটির নামকরণ করা হয় তাঁরই নামে। বর্তমানে এটি 'Gallaudet University' নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র Edward Miner Gallaudet তাঁর কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। Sarah Fullen বধিরদের জন্য বিদ্যালয় চালু করেন।

Gallaudet College (বর্তমান University) ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন মুক্তকলা (Liberal Arts) এবং বিজ্ঞানে (Science) ডিগ্রী দান নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনে

সই করেন। কলেজের জন্য Amos kendle জমিদান করেছিলেন। ১৮৮৬ সাল থেকে কলেজে মেয়েদের ভর্ত্তি নেওয়া শুরু হয়েছিল, ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত এটা ছিল বধিরদের জন্য বিশ্বের একমাত্র কলেজ।

২.৫.২ আলেক্সজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell)

ইনি ছিলেন আর একজন পথ প্রদর্শক। তাঁর মা শিশুকালে শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ছিলেন। তাঁর বাবা Melville Bell ছিলেন "Visible Speech" এর জনক প্রতিষ্ঠাতা। লিখিত চিহ্ন/প্রতীকের দ্বারা (এটি হল মৌখিক শব্দকে লিখিত প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করার পদ্ধতি)।

A.G.Bell একুশ বছর বয়সে দুইজন বধিরকে পড়াতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে Boston School এবং বধির ও মূকদের পড়াতেন। পরবর্ত্তীকালে বধিরতা বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করার জন্য এবং Visible Speech নিয়ে কাজ করার জন্য Volta Bureau প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ সালে তাঁর টেলিফোন আবিষ্কার শব্দের বৈদ্যুতিক (ট্রান্সমিশন) প্রেরণ বিষয়ে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে। তিনি সর্বদা কথার মাধ্যমে শিক্ষাদান উৎসাহিত করতেন এবং সাংকেতিক ভাষা পছন্দ করতেন না।

২. ৫. ৩ ক্লার্ক স্কুল (Clarke School)

Caroline Yale পরবর্ত্তীকালে A.G. Bell-এর অনেক নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং তিনি বধিরদের শিক্ষকদের জন্য কলেজ স্থাপন করেছিলেন। Max. A. Goldsmith ছিলেন "Central Institude for the Deaf"এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বধিরদের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন এবং তিনি অবশিষ্ট শ্রবণ শক্তির (residental hearing) ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। Northamption-এ ১৮৬৭ সালে G.G. Hubbard Clarke School প্রতিষ্ঠা করেন। John Clarke এই স্কুলের জন্য অর্থপ্রদান করেছিলেন। এই বিদ্যালয়েও বধিরদের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহার এবং অবশিষ্ট শক্তির প্রশিক্ষণের জন্য পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল।

জনসচেতনতার বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ও পরামর্শ দানের জন্য সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে আমেরিকাতে বধিরদের প্রথম সংঘ ("Association") তৈরী হয়েছিল। এর প্রায় ত্রিশ বছর পর National Association for the Deaf (NAD) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২. ৫.৪ হেলেন কেলার (Helen Keller)

হেলেন কেলার ১৮৮০ সালের ২৭ শে জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মানসিক দৃঢ়তার (বধির ও অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও) জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। তিনি Parkins Insitute এর স্নাতক Anne Sullivan এর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। হেলেন কেলারের লেখা বই "The story of my life". একটি সুবিদিত গ্রন্থ। তনি অন্যদের সঙ্গে finger apeeling আঙুলের সাহায্যে ওষ্ঠপাঠ করে এবং Braille এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতেন। তিনি সকল প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষদের জন্যই জন-সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন।

২.৬ ভারত (India)

ভারতীয় সমাজে শিক্ষা সবসময়ের জন্য একটি সম্মানীয় এবং আদরনীয় স্থান পেয়ে এসেছে। কিন্তু বধিরদের জন্য সচেতনতা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টা মাত্র উনবিংশ শতকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল।

২.৬.১ ভারতের প্রথম বিদ্যালয় (The first school, India)

১৮৮৫-৮৬ সালে কিছু খ্রীষ্টান মিশনারী দ্বারা "Bombay Institute for Deaf Mutes" স্থাপিত হয়েছিল। Dr. Leo Meurin S. J. তাঁর বসতবাড়ী বোম্বের Fort-এ পাঁচটি শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন।

বেলজিয়ামে প্রশিক্ষিত একজন আইরিশ ব্যক্তি Mr. T. A. Walsh কে Dr. Leo Meurin ভারতে এনেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য। এখানে সংকেত /ইশারা এবং লিখিতভাবে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হত। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি ছিল আবাসিক। ১৯৬৯ সালে। I.C.M. Sister' রা বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

১৮৯৩ সালের মে মাসে Mr.E.D. Dutt, Mr. J.N. Banerjee (যিনি ইংল্যান্ড এবং গ্যালোডেটে প্রশিক্ষিত ছিলেন) ও অন্যান্য ভারতে বধিরদের দ্বিতীয় বিদ্যালয় Calcutta Deaf & Dumb School স্থাপন করেন।

তৃতীয় বিদ্যালয়টি Ms. Florence Swaison এর দ্বারা চেন্নাই কাছে পালানকোটে শুরু হয়েছিল।

২.৬.২ প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় (Pre & Post Independence Period)

প্রথাগত ভাগে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হত। কিন্তু এই ধরনের বিদ্যালয়ের বিকাশের হার ছিল খুবই কম। ব্রিটিশ সরকারের এই বিষয়ে আগ্রহ কম ছিল। কেবল মাত্র কিছু স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংস্থা তাদের সেবামূলক ও সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব থেকে কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতে বধিরদের জন্য প্রায় ৩৭টি বিদ্যালয় ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং জাতি দাঙ্গার কারণে বধির শিক্ষাও ব্যাহত হয়েছিল। কিছু বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পূর্ব ভারতে কিছু বিদ্যালয় আরও গ্রাম্য পরিবেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বধিরদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে সন্তোষজনক গুণমানযুক্ত শিক্ষার অভাবের অন্যতম কারন ছিল উপযুক্ত পেশাদার কর্মী ও বিশেষজ্ঞের অভাব।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সরকার সাধারণভাবে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুযায়ী— "The State shall promote, With special care, educational and economic interest of all weaker sections of the people, and shall protect them. From social injustice and from all forms of exploitation."

"রাষ্ট্র তার দুর্বল শ্রেণির মানুষদের শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক বিষয়ে যত্ন সহকারে উৎসাহিত করবে এবং তাদের সকল প্রকার সামাজিক অন্যায় এবং শোষণ থেকে রক্ষা করবে।"

বেশীরভাগ রাজ্যে রাজ্য সরকার ও সৌর সভাগুলি বিশেষ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। এই ধরনের বেশীরভাগ বিদ্যালয়ই বড় শহরে অবস্থিত। তাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে বধিরদের জন্য প্রায় ৫৫০ টি বিশেষ বিদ্যালয় ছিল। যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল অনেক ছেলেমেয়েই এখন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং মুম্বাই ও চেন্নাইয়ে এটা ঘটছে সর্বাধিক।

২.৬.৩ ভারতের শিক্ষা কর্মসূচী (Educational Programs in India)

যে কোনো শিক্ষামূলক কর্মসূচীর সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সমস্যার শীঘ্র চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের উপর। গত ২০/২৫ বছরে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর শিক্ষার মানোন্নয়ন হয়েছে। অনেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে, শিক্ষাগত সাফল্যলাভ করে পরিবারের সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত সদস্য হিসাবে জীবনযাপন করছে। বধিরদের জন্য ক্রমশ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

১৯৮১ সালে (International Year for Disabled Persons (IYDP) বিশ্ব প্রবিন্ধী বর্ষ ও তার পরবর্তী সময়ে বধিরদের শিক্ষার জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৬.৪ গৃহ প্রশিক্ষণ ও শিশুকালে প্রশিক্ষণ (Home Training and Infant Training)

একটি শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশু প্রধানত শিশু এবং পরিবারের একজন সদস্য। শিশুটির প্রতিবন্ধকতার সনাক্ত করণ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। এখানে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবে ভাষা বিকাশের জন্য বধির শিশুর জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশনার মাধ্যম নির্বাচনে ও বিদ্যালয় নির্বাচনে পরিবারের কার্যকরী সহায়তার প্রয়োজন। অতএব বধিরদের শিক্ষিত করে তুলতে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কিছু মেট্রো সিটিতে এই ধরনের মা-শিশু প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু আছে। এদের কিছু কিছু খুবই ব্যয় সাপেক্ষ এবং সাধারণের সাধ্যের বাইরে। প্রতিটির নিজস্ব পাঠক্রম/কর্মসূচী বর্তমান, যেমন—চেন্নাইতে Bala Vidalaya, A.Y.J.N.I.H.H.-এ Maitri ও P.I.P. কর্মসূচী। এছাড়া John Tracy Clinic-এর দূর শিক্ষার কোর্সটি ভারতীয় ভাষাতে অনুবাদের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু গ্রামীণ এলাকায় বেশিরভাগ মা বাবা অশিক্ষিত তাই এর ব্যবহারও সীমিত।

২.৬.৫ প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা (Pre-School Education)

প্রাক্ বিদ্যালয় বছরগুলি শিশুর কথ্য ভাষা অর্জন এবং সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলি পরবর্তীকালে শিশুর শিক্ষায় সাফল্য লাভের মূল ভিত্তিভূমি। সেই কারণে বধির শিশুদের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা, যেমন—শ্রুতি বিষয়ক পরিচালনা, ভাষার বিকাশ গঠন, সামাজিক ও (কগ্‌নিটিভ) বুদ্ধি বিকাশের জন্য সাহায্য ও পরামর্শ, শিশুটির ভবিষ্যত জীবনের জন্য খুবই মূল্যবান। যার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুটিকে যাতে তার সমবয়সী স্বাভাবিক শিশুর ন্যায় একইভাবে

পড়াশুনা করানো যায় এবং সে সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ করে।

বর্তমানে বেশিরভাগ শহরে প্রাক্-বিদ্যালয় কর্মসূচী চালু আছে যেখানে ২১/২ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুরা ভর্ত্তি হতে পারে।

A.Y.J.N.I.H.H. প্রাক্-বিদ্যালয় কমসূচীর জন্য গণ-সচেতনতা শুরু করে এবং বর্তমান ভারতের প্রায় ২০টি প্রাক্-বিদ্যালয় কেন্দ্রকে সাহায্য করে। UNICEF সাহায্যে AYJNIHH বধির শিশুদের জন্য চেন্নাই-এর Bala Vidyalaya ও একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারও প্রাক বিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে।

২.৬.৬ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা (Primary and Secondary Education)

কোঠারী কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলিতে ১০+২+৩ এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ৫৫০ টি বিশেষ বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগই পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই Social Welfare Dept. এর নিয়ন্ত্রাধীন। এই বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে। ষাটের দশকে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের পাঠ্যসূচীর পুনর্গঠনের জন্য একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল বিশেষ করে চেন্নাইতে। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের পক্ষে তিনটি ভাষা অনুসরণ করা খুবই জটিল।

প্যারেন্ট কাউন্সলিং খুব কমই করা হয়ে থাকে। প্যারেট মিটিং একটি নিয়ম রক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছে যেখানে পাঠ্যক্রম গঠনে তাদের কোনো বক্তব্যই গ্রাহ্য হয়না। দিল্লীর “Suniye” এর মতো প্যারেন্ট গ্রুপ খুব কম এবং বিক্ষিপ্ত, ফলে তারা প্রভাবশালীও নয়।

২.৬.৭ কলেজ শিক্ষা (College Education)

ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক অপ্রতুলতা শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কলেজ স্থাপনের পক্ষে অন্তরায়। ১৯৬২ সালে সেন্ট লুইস ইনস্টিটিউট অন্ধ ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয় চালু করেছিল। কেরালাতে C.S.I. এর কলেজটি ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত ও স্বীকৃত।

মুম্বাই ও ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে ৩০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাদের ব্যাক্তিগত খরচে কিংবা বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার গ্যালোডেট ইউনিভার্সিটি অথবা Seattle Central Community College-এ পড়তে গিয়েছিল।

২.৬.৮ মুক্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় (Open Schools and Universities)

উচ্চ শিক্ষায় অত্যাধিক চাপের কারণে একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School Nos.) ১৯৮৫ সালে এবং ইন্দিরাগান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU) ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নমনীয় কর্মসূচীর কারণে বিদ্যালয় ছুট শিশুদের সাথে কিছু শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু ও পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। নতুন শতাব্দীতে AYJNIHH

জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের সংশায়িত ও অনুমোদিত হয়ে নানা শিক্ষাক্রম চালু করেছে।

২.৭ বহু ভাষাতত্ত্ব (Multilingualism)

ভারত একটি বহুভাষাভাষী দেশ। এই কারণে বধির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একই শহরে কিংবা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে শিক্ষা নির্দেশনাও শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ভাষা ভিন্ন হতে পারে। এমন কি লিপিও আলাদা হতে পারে।

২. ৮ পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা (Methods and Approches)

ভারতে কথ্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানই প্রচলিত। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই তত্ত্বগতভাবে (Oral aural)বাক্‌শ্রুতি পদ্ধতি ব্যবহার করে। কেবল মাত্র শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রই এই পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয় শ্রেণী কক্ষে ইশারা করা বন্ধ রাখলেও যখন বধির শিশুর নিজেদের মধ্যে বা তাদের মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে তখন তারা ইশারাই বেশি ব্যবহার করে।

১৯৮০ সালে মুম্বাই-এর একটি অথবা দুটি বিদ্যালয় 'Cued Speech' ব্যাবহার করে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা করেছিল যা কৃতকার্য্য হয়নি।

১৯৭৭ সালে থেকে ভারতীয় সংকেত ভাষা (ISL) নিয়ে গবেষণা গভীর ভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালে ভারতীয় সংকেত ভাষার সংকেতের একটি অভিধান প্রকাশিত হয়। ৮০র দশকে ''সামগ্রিকভাবে ভাবের আদানপ্রদান'' (Total Communication) এর উপর আলাপ আলোচনা শুর হয়। UNICEF ও AYJNIHH যৌথ ভাবে একটি প্রজেক্ট চালু করে এবং বিদ্যালয় পাঠক্রমে ব্যবহৃত সংকেত ও তার ব্যাকরণ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ভাষা শেখানোর জন্য ভারতীয় সংকেত ব্যাবস্থার সহায়তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। Helen-Keller School for the Deaf and Deaf Blind হল অন্ধ ও বধিরদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়।

২. ৯ সমন্বিত শিক্ষা (দয়া করে পেপার এক এর ব্লক দুই দেখুন) (Integration[Please see Paper I, Block II])

২. ১০ বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education)

অক্ষমতার জন্য মানব শক্তি ও তাদের পরিচর্যা উভয়দিক দিয়েই জাতীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত সরকার বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কোঠারী কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে বিদ্যালয় গুলিতে প্রাক্ বৃত্তিমূলক ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পমূলক বৃত্তিশিক্ষা থেকে বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রশিল্প এবং কম্পিউটার নির্ভর বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তি শিক্ষাদানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ফলে শিক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ বাড়ছে।

অক্ষমতাযুক্ত ব্যাক্তিদের সাধারণ চাকরীতে যোগ্য করে তোলার জন্য (প্রশিক্ষণ ও যোগদান) ১৭টি V.R.Cs স্থাপন করা হয়েছে। এই V.R.Cs গুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সামাজিক ন্যায় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে (MSJ & E) ৬টি (Skill Training Workshop) দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং ১১টি (Rural Rehabilitation Training Centre) গ্রামীণ পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক বিভিন্ন শিক্ষাদানের জন্য ভারত সরকার সেকেন্দ্রাবাদে Training Centre for Adult Deaf (T.C.A.D) স্থাপন করেছেন। বধিরদের সর্বভারতীয় পরিষদ দিল্লী (All India Federation of the Deaf) বধিরদের স্বনিযুক্তি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করে। (National Society for Equal Oppertunity (NASEOH)) ১৯৭০ সালে চালু হয়েছিল। এরা বৃত্তিমূলক পাঠক্রম পরিচালনা করে এবং বাৎসরিক পুরস্কার প্রদান করে।

২. ১১ মানব শক্তির বিকাশ (Man Power Development)

২. ১১.১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Teacher Training)

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বধিরদের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রথম শুরু হয়েছিল কলকাতায়। পরবর্তীকালে দিল্লী, মুম্বাই, লক্ষ্ণৌ, চেন্নাই, গুজরাট প্রভৃতি জায়গায় শুরু হয়।

১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতে প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স Dip. Education (Deaf); বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে। ১৯৩৫ সালে Convention of Teachers of the Deaf গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বধিরদের শিক্ষা বিস্তার করা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং চাকরীতে অধিকতর ভালো সুযোগ সুবিধা প্রদান ও গবেষণা করা। এঁরা 'Deaf in India' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCERT) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ক কাজে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তরফে পরামর্শদানের জন্য গঠিত হয়েছিল। এটি বিভিন্ন স্তরের কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশেষ শিক্ষার জন্য অনেক আঞ্চলিক কেন্দ্রও আছে। এঁরা সম্মেলন, সভা, কর্মশালা নিয়মিতভাবে সংগঠিত করে থাকেন।

বধিরদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানব শক্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য সরকার ১৯৮৩ সালে A.Y.J.N.I.H.H প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৭ সালে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের প্রথম B.Ed. (H.I.) এবং ১৯৯৪ সালে A.Y.J.N.I.H.H তে প্রথম M.Ed.(H.I.) কোর্স চালু করে।

১৯৬৫ সালে ভারতবর্ষের প্রথম All India Speech & Hearing Institute মাইসোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল B Sc. (A & SLP) [Audiology & Speech and Language Pathology] ডিগ্রী দেওয়ার জন্য। বর্তমানে B. Sc. ও M.Sc. ডিগ্রী প্রদানকারী অনেক কেন্দ্র আছে।

প্রশিক্ষণ নীতি ও কর্মসূচী গঠন, প্রশিক্ষণ কোর্সের মনোন্নয়ন ও নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ পাঠক্রম পরিচালনকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান ও প্রফেশনালদের নথিভুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে

জাতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ (RCI) গঠন করে।

২.১২ জাতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ (Rehabilitation Council of India) :

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও অন্যান্য মানব শক্তির অভাব ছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি ও বিভিন্নকর্মসূচীসমূহ ছিল সংযোগ বিহীন, সাদৃশ্যহীন ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পাঠ্যক্রম ও সময়সীমা বিষয়ে কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

সেই কারণে ভারত সরকার ১৯৮৬ সালে RCI প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করে এবং ১৯৯২ সালে আইনটি পাশ হয় ও গৃহীত হয়।

RCI এর দায়িত্ব :

(ক) পুনর্বাসন ক্ষেত্রে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত ডিগ্রীকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

(খ) প্রবিন্ধকতার ক্ষেত্রে কর্মরত বিদ্যালয়, কলেজ ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কাজের গুণমান বিচার করে ও অযোগ্য প্রতিষ্ঠানদের স্বীকৃতি নাকচ করে।

(গ) প্রশিক্ষণ নীতি গঠন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান নির্ধারণ ও মনোন্নয়ন করে।

(ঘ) পুনর্বাসন ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিত্বদের রেজিস্টার রাখে।

এছাড়া পুনর্বাসন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য Bridge Course সংগঠিত করে। ১৯৯৬ সালে মার্চ পর্যন্ত RCI ৪৭ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চূড়ান্ত করেছে।

২.১৩ সারসংক্ষেপ (Summary)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে বধিরদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতাব্দী প্রথমার্দ্ধে কেবল মাত্র NGO পরিচালিত ৩৭টি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার নানান নীতি গ্রহণ করে। P.W.D. ১৯৯৫ সালে গৃহীত হয়। NGO বিভাগেও প্রভূত উন্নতি হয়। বিশেষ শিক্ষার জন্য অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ভারত সরকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও RCI তৈরী করে। বিশেষ, শিক্ষা ছাড়াও শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা বর্তমানে মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমেও পড়াশুনা করছে। যুগোপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরও অধিকতর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

২.১৪ আত্ম সংশোধন (Self-Check)

১. টীকা লিখুন—

(ক) ভারতবর্ষে বধিরদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়

(খ) ভারতে বধিরদের জন্য কলেজ শিক্ষা

(গ) এ জি বেল (A. G. Bell)

(ঘ) ডি. এল. এপি (de L'Epee)

(ঙ) থমাস গ্যালোডেট (Thomas Gallaudet)

২. নিম্নলিখিতগুলি গুরুত্ব লিখুন—

(ক) ১৯৮১ সাল

(খ) ১৯৯৫ সাল

(গ) ১৮৮৫ সাল

৩. Long form/full form লিখুন—

(ক) AYJNIHH

(খ) NCERT

(গ) RCI

(ঘ) NPE

২.১৫ বাড়ীর কাজ (Assignments) / অনুশিলনী

আপনার লোকালয়ের নিকটতম বধিরদের জন্য নিকটতম বিদ্যালয়টি চিহ্নিত করে প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত কাজের বিবরণ দিন।

২.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion & Clarification)

২.১৬.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

....

....

....

২.১৬.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Discussion)

....

....

....

২.১৭ উৎস (References)

১. Dr. A. K. Mukherjee and M. C. Narasimhan : Disability.

২. D. S. Mehta : Handbook of Disabled in India.

৩. Hollowel Davis of Richared Silvermen : Hearing & Deafness.

৪. Mrs. Dhun Adenwala : India—In Gallaudet Encyclopedia, Vol. ll.

৫. Bombay Institute for the Deaf—Annual Report

৬. Loewe : Historical Development of Oral Education (Papers presented at All India Workshop for Teachers and Parents of the Deaf.)

একক-তিন □ শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও সুযোগ সুবিধা সমূহ (Welfare Schemes & Facilities for the H.I.)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ সুযোগ সুবিধার প্রকৃতি

৩.৪ বিভিন্ন প্রকল্প (স্কীম) প্রয়োগের ধরন

৩.৫ প্রকল্প (স্কীম) সমূহ

৩.৫.১ সনাক্তকরণমূলক সুযোগসুবিধাসমূহ

৩.৫.২ সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সহায়তা প্রকল্প (SADP Schemes)

৩.৫.৩ (আই. ই. ডি. সি স্কীম) অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্প

৩.৫.৪ বৃত্তিপ্রদান ও তার ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য

৩.৫.৫ শিশুদের জন্য শিক্ষা ভাষা

৩.৫.৬ রেলগাড়ী ভ্রমণে ছাড়

৩.৫.৭ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ /পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহ

৩.৫.৮ চাকরীতে সংরক্ষণ

৩.৫.৯ আয়কর ছাড়

৩.৫.১০ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প

৩.৬ অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি আইন-১৯৯৫

৩.৬.১ অধ্যায় এক : সংজ্ঞা

৩.৬.২ অধ্যায় দুই ও তিন :

৩.৬.৩ অধ্যায় চার : অক্ষমতার প্রারম্ভিক চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ

৩.৬.৪ অধ্যায় পাঁচ : শিক্ষা

৩.৬.৫ অধ্যায় ছয় : কর্ম সংস্থান

৩.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ আত্ম পঠন

৩.৯ বাড়ীর কাজ

৩.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১০.১ আলোচনার সূত্র

৩.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্র

৩.১১ উৎস

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

অক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা/পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই অধ্যায়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ ও ছাড়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

- এই অধ্যায় পাঠ করার পর শিক্ষার্থী-শিক্ষক বিদ্যালয়ে যাওয়া বধির শিশুদের জন্য ও বয়ঃ সন্ধির বধিরদের জন্য প্রকল্পগুলি আলাদা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে মা-বাবাদের সাহায্য ও পথ প্রদর্শক করতে পারবেন।

৩.৩ সুযোগ-সুবিধার প্রকৃতি (Nature of Facilities)

যে সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া যায় তা যথেষ্ট ভাবেই সার্বিক, যথা—

(ক) সনাক্তকরণ মূলক সুযোগ সুবিধাসমূহ

(খ) সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সাহায্য প্রকল্প

(গ) প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা

(ঘ) বৃত্তিপ্রদান

(ঙ) শিশুদের শিক্ষা ভাতা

(চ) ট্রেনযাত্রায় ছাড়।

(ছ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র

—শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কেন্দ্র (Special Employment Exchange)

(জ) কর্মক্ষেত্রে—সংরক্ষণ

(ঝ) আয়করে ছাড়

(ঞ) অর্থনৈতিক সাহায্য

উপরিউক্ত বিষয়ের সাহায্য পাওয়ার জন্য সামাজিক ন্যায় ও মানব কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দিষ্ট বিশেষ আবেদন পত্রে আবেদন করতে হয়। A.Y.J.N.I.H.H. দ্বারা প্রকাশিত বই ‘Facilities & concessions for the hearing handicapped-A Hand Book’ এ বিশদভাবে বলা হয়েছে।

৩.৪ বিভিন্ন স্কীমের জন্য কিভাবে আবেদন করবেন (Mode of Applying for the varios schemes)

- সরকারী প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতালের নথিভুক্ত চিকিৎসক বা নাক কান গলা (ENT) বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রদত্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট।
- অডিওগ্রাম
- গ্যাজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত মার্কশীট

৩.৫ (স্কীম) প্রকল্প সমূহ (The Schemes)

৩.৫.১ সনাক্তকরণ মূল সুযোগ সুবিধাসমূহ (Diagnostic Facilities)

কান পরীক্ষা, ওডিওমেট্রী, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র প্রদান ও সঠিক ভাবে লাগানো প্রভৃতির জন্য সরকার দ্বারা পরিচালিত নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

(ক) AYJNIHN, কে. সি. মার্গ, বান্দ্রা রিলামেশন, মুম্বাই ৪০০, ০৫০। এছাড়া এর আঞ্চলিক কেন্দ্র—নয়াদিল্লী, কলকাতা, সেকেন্দ্রাবাদ ও ভুবনেশ্বর (ওড়িষ্যা)।

(খ) জেলা পুর্ণবাসন কেন্দ্রগুলিতে (DRC) গ্রাম্য এলাকায় পূর্ণবাসনমূলক কাজের জন্য সনাক্তকরণ, চিকিৎসা, সহায়কযন্ত্রপাতির সঠিক লাগানোর ব্যবস্থা বৃত্তিমূলক সাহায্য ও পরামর্শ দান করা হয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১১টি জেলা পুনর্বাসন (DRC) কাজ করছে।

৩.৫.২ সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনা ও সঠিকভাবে লাগানোর জন্য সাহায্য প্রকল্প (The scheme of Assistance for Disabled Persons for Purchase/ fittings and Aids / Appliances (SADP) Scheme) :

সামাজিক ন্যায় ও সশক্তিকরণ মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পে প্রতিবন্ধীদের নানা প্রকার সহায়ক যন্ত্রপাতির জন্য সাহায্য দেওয়া হয়। মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধীদের শারীরিক পুর্ণবাসন ও তাদের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ। বধিরদের (যাদের উপকারে লাগবে) শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়।

যাদের বাৎসরিক আয় ৬,৫০০ টাকার কম তাদের বিনামূল্যে এবং যাদের আয় ৬,৫০০-১০,০০০ টাকার মধ্যে তাদের ৫০ শতাংশ খরচে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র প্রদান করা হয়।

৩.৫.৩ (আই. ই. ডি. সি. স্কীম) প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্প (Scheme of Integrated Education for the Disabled Children)

এটি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (MHRD) দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্র পোষিত একটি প্রকল্প যার মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রদান করা।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের স্বল্প থেকে মাঝারি মাত্রার নিম্নলিখিত আর্থিক অনুদান ও সুবিধা ও (স্কীমের) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়—

- বই ও স্টেশনারী মালপত্রের জন্য ৪০০ টাকা প্রতি বছর।
- বিদ্যালয় পোশাকের জন্য ৫০ টাকা প্রতি বছর।
- আবাসিক শিশুদের জন্য সরকারী নিয়ম অনুযায়ী থাকা খাওয়ার খরচ।

৩.৫.৪ বৃত্তিপ্রদান (Scholarships for the Disabled)

নবম শ্রেণী থেকে সাধারণ, কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে (M S J & E) সামাজিক ন্যায় ও সশক্তিকরণ মন্ত্রক বৃত্তিপ্রদান করে। এর জন্য শিক্ষার্থীকে শেষ বাৎসরিক পরীক্ষায় নূন্যতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে।

বৃত্তি পাওয়ার জন্য নূন্যতম বৈশিষ্ট্য—

- অপেক্ষাকৃত ভাল শুনতে পাওয়া কানটিতেও ৭০ ডেসিবেলের-র বেশী শ্রবণহীনতা থাকতে হবে।
- অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে।
- বাবার, অভিভাবকের সম্মিলিত মাসিক আয় ২০০০ টাকার বেশী হলে, বৃত্তি পাবে না।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য বৃত্তি কেবলমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রীয় /রাজ্য সরকার স্বীকৃত কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় প্রশিক্ষণরত প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তিরাই পেতে পারবেন।

৩.৫.৫ শিশুদের জন্য শিক্ষা অনুদান/ভাতা (Children's Education Allowance)

১৯৮৮ সালে সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস অর্ডার অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ৫০ টাকা প্রতিমাসে টিউশনাল ফি বাবদ দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের ন্যায় এই স্কীমের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যায়।

৩.৫.৬ রেলগাড়ীতে ভ্রমণে ছাড় (Railway Travel Concession)

ভারতীয় রেলগাড়ীতে অক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তি বা রোগীরা পেয়ে থাকে। বধির ব্যক্তি সরকারী মেডিক্যাল অফিসার দ্বারা প্রদত্ত সার্টিফিকেট দেখিয়ে যাওয়া আসার জন্য ৫০ শতাংশ ছাড় পেতে পারে। সঙ্গীর জন্য কোন ছাড় নেই।

টিকিট কেনার সময় প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটের একটি কপি এবং কনসেশন সার্টিফিকেটের দুটি ফটো

কপি স্টেশন মাস্টারের কাছে জমা দিতে হয়। ভ্রমণ কালে এবং টিকিট কেনার সময় সমস্ত মূল সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হয়।

৩.৫.৭ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ/পুর্ণবাসন কেন্দ্র সমূহ (Vocational Training/ Rehabititation)

ভারত সরকার ১৭ টি বৃত্তিমূলক পুর্ণবাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই কেন্দ্রগুলির মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সক্ষমতা মূল্যায়ণ করা, বিশেষ প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে পুর্ণবাসন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তৎ অনুযায়ী প্রশিক্ষণে সাহায্য করা। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে চাকুরীর জন্য নিয়োগকারী সংস্থার কাছে পাঠানো।

এছাড়া ভারত সরকার ২২টি বিশেষ কর্ম সংস্থান কেন্দ্র ও সাধারণ কর্ম সংস্থান কেন্দ্রগুলিতে ৪০টি বিশেষ সেল গঠন করেছেন বধির এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য।

৩.৫.৮ চাকরীতে সংরক্ষণ (Reservation of Jobs)

ভারত সরকার গ্রুপ 'C' ও 'D' চিহ্নিত পদের ৩ শতাংশ অক্ষমতাযুক্ত ব্যাক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। এই (স্কীমে) প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরী, সরকার অধিগৃহীত এবং পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কে দৃষ্টিহীন, বধির এবং অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের প্রত্যেকের জন্য এক শতাংশ করে পদ সংরক্ষিত। এ ছাড়া অন্যান্য সুযোগসুবিধা যেমন ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড়, অনুরোধ সাপেক্ষে বাড়ীর নিকটতম জায়গায় পোস্টিং প্রভৃতি।

৩.৫.৯ আয়কর ছাড় (Income Tax Concessions)

অর্থনৈতিক আইন (Finance Act) ১৯৮৭ অনুযায়ী একজন দৃষ্টিহীন বা স্থায়ীভাবে শারীরিক সক্ষমতাহীন/প্রতিবন্ধীর মোট আয় থেকে (১৯৮৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রযোজ্য) ১৫,০০০ টাকা বাদ যাবে। এর জন্য সরকারী চিকিৎসকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। সরকার দ্বারা প্রতিবন্ধীদের জন্য এই ছাড়া সাধারণের ছাড়ের পর অতিরিক্ত ছাড়।

প্রতিবন্ধীর নিয়োগকর্তার কাছে তাদের প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট জমা দিয়ে বৃত্তিকর ছাড় পেতে পারেন।

৩.৫.১০ আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রকল্প (Scheme of Economic Assistance)

যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত শর্ত পূরণে সমর্থ হন তবে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন।

- লাভজনক ব্যবসা/বৃত্তি হওয়া উচিত।
- শহুরে এবং আধা শহুরে এলাকায় সব দিক দিয়ে পারিবারিক আয় বছরে ৭২০০টাকার বেশি হবে না এবং গ্রাম্য এলাকায় ৬৪০০ টাকার বেশি হবে না।
- এক একরে বেশি কৃষি জমি এবং ২৫ একরের বেশি অকৃষি জমি বেশি থাকবে না।
- একই সময়ে অন্য কোন জায়গায় ঋণ থাকা চলবে না।

- মূলত নিজেই কাজ করবে।
- প্রস্তাবিত স্কীমের উপরই ঋণ পরিমান নির্ভর করবে।
- সামাজিক উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে সুদের হার সাধারণভাবে ৪ শতাংশ প্রতি বছরে। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা DRI স্কীমে সহায়ক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পেতে পারেন।

এ বিষয়ে বিশদে জানার জন্য ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৩.৬ Persons with Disabilities Act 1995, No. 1 of 1996 (PWD Act)

The Persons with Disabilities (Equal Oppertunities Protection of Rights and Full Participation) Act-1995

অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সংরক্ষণ ও পূর্ণ অংশগ্রহণ আইন-১৯৯৫)

এই আইনটি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্টে পাস হয় এবং ১৯৯৬ সাল থেকে কার্যকরী হয়।

এই আইনের মূল লক্ষ্য হল পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এশীয় ও প্যাসিফিক অঞ্চলে অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমানাধিকার প্রদান। ভারত হল এই ঘোষণা পত্রে সাক্ষরদানকারী দেশ।

১৯৯৬ সালে ১লা জানুযারী 'Gazette of India'-তে প্রকাশিত অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি আইনটি ২৪ পাতার ছিল।

ইহার ১৪টি অধ্যায়। প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রযোজ্য কিছু নির্বাচিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হল—

৩.৬.১ অধ্যায় এক : সংজ্ঞা (Chapter 1 : Definitions)

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতাযুক্ত মানুষদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এখানে অক্ষমতা (Disability) বলতে যা বোঝানো হয়েছে—

- দৃষ্টি হীনতা
- আংশিক/স্বল্প দৃষ্টি
- কুষ্ঠ সেরে যাওয়া ব্যক্তি
- শ্রাবণ প্রতিবন্ধকতা
- অঙ্গ সঞ্চালনগত অক্ষমতা
- মানসিক মন্দন
- মানসিক অসুস্থতা

'Hearing impairment' বলতে অপেক্ষাকৃত ভালো কানে ৬০ dB বা তার বেশী (কথোপকথন

স্তরের কম্পাঙ্কের) শ্রবণহীনতা।

'Intitution for Persons with disabilities' বলতে গ্রহণ, যত্ন, সুরক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুর্ণবাসন বা প্রতিবন্ধীদের যে কোনপ্রকার পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

'Person with disability' বলতে ৪০ শতাংশের কম সমস্যাযুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের বোঝায়। 'Prescribed' বলতে এই আইন যোগ্যতা অর্জন অনুযায়ী প্রযুক্ত নিয়মকে বোঝায়।

'Rehabilitation' বলতে শারীরিক, ইন্দ্রিয়গত, বুদ্ধিমূলক, সাইকিয়াট্রিক বা সামাজিক স্তরের বিভিন্ন কাজে সর্বাধিক ভাবে যোগ্যতা অর্জন ও বজায় রাখার উদ্দেশে পরিচালিত পদ্ধতিকে বোঝায়।

Special Employment Exchange বলতে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত যে কোনো অফিস বা জায়গাকে বোঝায় সেখানে চাকরী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় (রেজিষ্টার বা অন্যভাবে)

৩.৬.২ অধ্যায় দুই ও তিন (Chapter ll and lll)

এই অধ্যায়গুলিতে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি, স্টেট কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং সেন্ট্রাল ও স্টেট একজিকিউটিভ কমিটি প্রভৃতির গঠন ও কাজ দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে করা হয়েছে যারা এই আইনের বাস্তব প্রয়োগের জন্য দায়বদ্ধ।

৩.৬.৩ অধ্যায় চার : অক্ষমতার শীঘ্র সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ (Chapter lV-Prevention and early Detection of Disabilities)

এই অধ্যায়ে অক্ষমতা প্রতিরোধ এবং শীঘ্র চিহ্নিত করণের জন্য সরকারী ও স্থানীয় কতৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত প্রতিষেধক ব্যবস্থাগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৬.৪ অধ্যায় পাঁচ : শিক্ষা (Chapter V : Education)

এই অধ্যায় উপযুক্ত সরকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—

—১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষম শিশুর উপযুক্ত পরিবেশে অবৈতনিক শিক্ষাগ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন।

—অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বিত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও তার বিস্তার সাধন করতে সচেষ্ট হবেন।

—সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে এমনভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করবেন যাতে দেশের যে কোনো প্রান্তের শিশু প্রয়োজন বিশেষ বিদ্যালয়ে যেতে পারে।

—বিশেষ বিদ্যালয়গুলিকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের জন্য উৎ সাহিত করবেন।

উপযুক্ত সরকারী ও স্থানীয় কতৃপক্ষের ঘোষণার মাধ্যমে পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত যাতে—

—পঞ্চম শ্রেণী পাশ করা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যার পূর্ণ সময়ের পাঠক্রম পড়তে পারছে না তাদের জন্য আংশিক সময়ের ক্লাস পরিচালনা করবেন।

— ১৬ বছর ও তার বেশী বয়সীদের কাজ চালানোর মত অক্ষরজ্ঞান করানোর জন্য বিশেষ আংশিক সময়ের ক্লাস পরিচালনা করবেন।

—গ্রাম এলাকায় প্রাপ্ত মানব সম্পদ কাজে লাগিয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপ্রচলিত শিক্ষা প্রদান করবেন।

— মুক্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবেন।

— সক্রিয় ইলেকট্রনিক বা অন্য মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে আলোচনা সভা/ ক্লাস পরিচালনা করবেন।

— প্রতিটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে তার শিক্ষার প্রয়েজনীয় উপকরণ / বিশেষ বই বিনামূল্যে বিতরণ করবেন।

৩.৬.৫ অধ্যায় ছয় : কর্ম সংস্থান (Chapter Vl : Employment)

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে—সরকার অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট পদগুলি চিহ্নিত করার জন্য। পদের সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে তারা যাতে উপযুক্ত কাজ পায় তা সুনিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সরকারের উপযুক্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি দেওয়ার জন্য প্রকল্প গঠন করবেন।

এছাড়া সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা ব্যবস্থা করবেন। অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি আইন একটি অপরিহার্য আইন। এতে শিক্ষা বিষয়ে বর্ণিত সুযোগ সুবিধার বাস্তব প্রয়োগের জন্য কোন নির্দিষ্ট মেশিনারী সম্বন্ধে বলা হয়নি। সেই কারণে এর প্রয়োগ খুব সহজে হওয়ার নয়।

৩.৭. সারসংক্ষেপ (Summary)

এই অধ্যায় বিভিন্ন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৩.৮. নিজ পঠন (Self Study)

বধিরদের শিক্ষক হিসাবে বধির শিশুর মা বাবার সাহায্যে লাগবে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করা বধিরদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধাগুলির একটি তালিকা তৈরী করুন।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন—

১. বধিরদের জন্য প্রাপ্ত প্রকল্পগুলির তালিকা তৈরী করুন।

২.   সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন—

(ক)   বৃত্তিলাভের যোগ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য

(খ)   শিশু শিক্ষার ভাতা।

(গ)   রেলগাড়ীতে ভ্রমণের জন্য ছাড়।

৩.   বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদনের পদ্ধতি।

৪.   অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি আইন ১৯৯৫ কী?

৩.৯. বাড়ীর কাজ (Assignment) /অনুশিলনী

১.   শিক্ষাহীন ১৮ বছর বয়সী একটি বধিরের মা-বাবা সাহায্যের জন্য এলে তাকে কী পরামর্শ দেবেন?

২.   দুটি আধা সরকারী /স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা লিখুন যারা সনাক্তকরণমুলক সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। কী ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে উল্লেখ করুন।

৩.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion & Clarification)

৩.১০.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

....

....

....

৩.১০.২ ব্যাখার সূত্র (Points for Clarification)

....

....

....

৩.১১. উৎস (References)

১.   Facilities and concession for the Hearing Handicapped-A Hand Book published by AYJNIHH, Mumbai-400050

২.   The Gazette of India-Part Section-1.

একক-চার □ বধিরদের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন (Institutes & Associations - For and of the Deaf)

গঠন

৪.১ ভূমিকা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ বধির শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা

৪.৩.১ আবাসিক বিদ্যালয়

৪.৩.২ দৈনিক বিদ্যালয়

৪.৩.৩ সমন্বিত অথবা মূল স্রোতায়ন বা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি

৪.৪ ভারতে বধিরদের জন্য প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়সমূহ

৪.৪.১ আলি জাফর জঙ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হেয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড (AYJNIHN), মুম্বাই

৪.৪.২ সেন্ট্রাল সোসাইটি ফর এডুকেশন অফ দ্য ডেফ ও সি. আই. টি. ডি, মুম্বাই

৪.৪.৩ হেলেন কেলার ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ এ্যাণ্ড ডেফ ব্লাইন্ড, মুম্বাই

৪.৪.৪ স্কুল ফর ইয়ং ডেফ্ চিলড্রেন — বাল বিদ্যালয়, চেন্নাই

৪.৪.৫ লিটল ফ্লাওয়ার কনভেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর দ্য ডেফ, চেন্নাই

৪.৪.৬ সেন্ট লুইস ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ্ এ্যান্ড ব্লাইন্ড এ্যান্ড কলেজ ফর দ্য ডেফ্-চেন্নাই

৪.৪.৭ দ্য ক্লার্ক স্কুল ফর দ্য ডেফ, চেন্নাই

৪.৪.৮ বধিরদের জন্য অন্যান্য বিদ্যালয়

৪.৫ বিদেশে বধিরদের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

৪.৫.১ গ্যালোডেট কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন ডি.সি.ইউ.এস.এ

৪.৫.২ জন ট্রেসি ক্লিনিক, সল এঞ্জেলস, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউ. এস. এ

৪.৫.৩ সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ (CID), সেন্ট লুইস, মিসৌরি, ইউ. এস. এ.

৪.৫.৪ এ.জি. বেল এ্যাসোশিয়েশান যা ভোল্টা ব্যুরো, ওয়াশিংটন ডি.সি, ইউ.এস.এ.

৪.৫.৫ ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইন্সস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ, চেষ্টার এন. ওয়াই, ইউ. এস. এ

৪.৫.৬ রয়্যাল স্কুল ফর দ্য ডেফ্, ম্যাঞ্চেস্টার, ইউ. কে.

৪.৫.৭ মেরী হেয়ার গ্রামার স্কুল, নিউবারী, ইউ. কে.

৪.৫.৮ মিল হল স্কুল ফর দ্য ডেফ্, নিউবারী, ইউ কে.

৪.৫.৯ এ্যডুকেশন অফ্ দ্য ডেফ্ ইন পিপল'স রিপাবলিক অফ চায়না।

৪.৫.১০ দ্য ডেফ্ ওয়ে, এ ইউনিক ইভেন্ট ইন দ্য ডেফ্ ওয়ার্ল্ড, ইউ. এস. এ.

৪.৬ ভারতে বধিরদের সংগঠন সমূহ

৪.৬.১ অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ দ্যা ডেফ্, নয়া দিল্লী

৪.৬.২ অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল অফ দ্যা ডেফ—মুখ্য কার্যালয়

৪.৬ ৩ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

৪.৭ সারসংক্ষেপ

৪.৮ নিজপঠন

৪.৯ বাড়ীর কাজ/অনুশীলনী

৪.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৪.১০.১ আলোচনার সূত্র

৪.১০.২ ব্যাখ্যার সূত্র

৪.১১ উৎস

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

স্বাভাবিক ভাবে কানে শোনার মাধ্যমে শিখতে না পাবার কারণে বধিরদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন তাদের সামাজিক চাহিদাগুলি পূরণের জন্য।

বধিরদের শিক্ষা এবং পূর্ণবাসনের জন্য সরকারী (GO) এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (NGO) গুলি বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টার, বিদ্যালয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করেছে, প্রশিক্ষিত স্টাফের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারতের বেশী ভাগ রাজ্যেই শিক্ষক প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের কোর্সগুলি ভারতীয় পূর্ণবাসন পর্ষদ দ্বারা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও বধিররা নিজেদের মধ্যে সামাজিকীকরণের জন্য বিভিন্ন ক্লাব বা সমিতি স্থাপন করেছে।

ভারতে প্রায় ৫৫০টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। বেশীরভাগ বিদ্যালয় যোগাযোগের জন্য তত্ত্বগতভাবে বাক-শ্রুতি মাধ্যম ব্যবহার করলেও বাস্তবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কঠিন ধারণা বা বিষয় ব্যাখ্যা করতেন পড়ানোর জন্য ইশারা এবং নিজেদের তৈরী সংকেত বা বধির ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহৃত সংকেতগুলি ব্যবহার করে থাকেন। শিশুরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য অবশ্য তাদের নিজেদের তৈরী সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে।

এই অধ্যায় ভারতীয় ও বিদেশের কিছু প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাতে বয়ঃসন্ধির বধির ও বধির শিশুদের বহুমুখী সমস্যার সমাধানকল্পে কি ধরনের কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে পাঠকদের একটা সম্যক ধারণা তৈরী হয়।

নিম্নোক্ত বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে কাজ করে চলেছে।

বধিরদের জন্য বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই চতুর্থ মান বা সপ্তম মান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এর কারণ মূলতঃ ভাষার সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন এই সব শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জটিলতা। যদিও কিছু বিশেষ বিদ্যালয় তাদের ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছে।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর প্রশিক্ষনার্থী শিক্ষকরা

- যদি ভারতীয় বিদ্যালয় ও ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন পার্থক্য থেকে থাকে তা বুঝতে পারবেন।
- ভারতীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় মারী হেয়ার গ্রামার স্কুলের অতিরিক্ত সুয়োগ সুবিধাগুলি নির্ধারণ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ের প্রদত্ত তালিকা থেকে সার্বিক যোগাযোগ প্রচেষ্টা (Total Communication Approach ব্যবহারকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবেন।

- গ্যালোডেট কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ. জি. বেল এ্যাসোশিয়েশানের কর্মসুচী বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.৩ বধির শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা (Placement of Deaf children)

প্রথমের দিকের বধিরদের জন্য বেশীরভাগ বিদ্যালয় ছিল আবাসিক এবং যেখানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে এদের জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং যেগুলি ক্রমশ যুগপোযোগী হয়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার পরে রাজ্য সরকার ও পৌরসভাগুলি অনেক রাজ্যে বিশেষ বিদ্যালয় চালু করলেও তার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। অনেক বিশেষ বিদ্যালয় আবার বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারাও পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে বধির শিশুর মা-বাবার কাছে তাদের শিশুর শিক্ষার জন্য তিন ধরনের সুযোগ রয়েছে।

১. আবাসিক বিশেষ বিদ্যালয়

২. বিশেষ বিদ্যালয়ে দিবাকালীন কর্মসূচী বা দৈনিক বিশেষ বিদ্যালয়

৩. সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচী

৪.৩.১ আবাসিক বিদ্যালয় (Residential Schools)

বধিরদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম এবং মুখ্যত শহুরে এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে গ্রাম্য এলাকার অনেক মা-বাবা বাড়ী থেকে অনেক দূর হওয়ার কারণে তাদের শিশুকে আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করতে বাধ্য হন।

এর অনেক অসুবিধা থাকলেও কিছু সুবিধা আছে। এই বিদ্যালয়গুলি বধির শিশুর প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই প্রয়োজনানুযায়ী পরিকল্পিত। এখানে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ বর্তমান। এছাড়া বয়স্ক শিশুদের প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য অন্য জায়গায় যেতে হয় না। নিজেদের সঙ্গে মেলামেশার আলাপ আলোচনার কারণে বোঝাপড়া এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

অন্যদিকে অনেক অসুবিধা আছে। অনেক পরিবারই তাদের শিশুকে আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠানো পছন্দ করেন না এবং এটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। একটি স্নেহপূর্ণ যত্নশীল পরিবেশই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সর্ব্বোত্তম। আবাসিক বিদ্যালয়ের সুপারভাইজাররা প্রতিটি বধির শিশুর প্রাক্ষোভিক ও শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন না। শিশুরা বিদ্যালয়ের সময়ের পরও নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ রাখে এবং সাংকেতিক ভাষায় তারা সাবলীল হয়ে ওঠে। বাক-শ্রুতি মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ ও দায়বদ্ধতার অভাবের ফলস্বরূপ তাদের কথার বিকাশ এবং শোনার ক্ষমতার বিকাশ যথাযথ হয় না এবং মূল স্রোতায়ন কঠিন হয়ে ওঠে। শিশুরা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বড় হতে থাকে যেহেতু এরা দূরে আবাসিক

বিদ্যালয়ে থাকার জন্য এদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হয় বা কীভাবে কথা বলতে হয় তা মা-বাবারা শিখতেই পারেন না। এভাবেই নিজের পরিবারের মধ্যেই শিশুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৪.৩.২ দিবা বিদ্যালয় (Day Schools)

এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি আবাসিক ও মূলস্রোত বিদ্যালয়গুলির মাঝে অবস্থিত। শিশুরা বাড়িতে থেকেও তাদের বিশেষ চাহিদা/প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে পারে। মা-বাবা শিশুর শিক্ষার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারে এবং তাদের প্রাক্ক্ষোভিক ও শারীরিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেন সহজেই।

এই ধরনের কর্মসূচীর বাস্তব সমস্যা হল এর অপ্রতুলতা এই ধরনের বেশীরভাগ বিদ্যালয়ই বড় বড় শহরে অবস্থিত ফলে বধিরদের একটি বড় অংশ এই ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

৪.৩.৩ সমন্বিত বা মূলস্রোত বা সুসমন্বিত শিক্ষা (Integrated Education or Mainstreaming or Inclusion)

আমাদের দেশে বধির শিশুর সংখ্যা অনেক। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৪টি শিশু গুরুতর থেকে অতিমাত্রায় গুরুতর বধিরতা শিকার। বর্তমান জন্মহার অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় ২২,০০০ জন্মগত বধির শিশু নিয়ে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী মোট ১,১০,০০০ বধির শিশু বর্তমান। উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জন্মকালীন পরিসেবার কারণে আগে যে শিশুরা বাঁচত না তারা বর্তমানে বাঁচলেও দেখা গেছে অনেকের নানা অক্ষমতা থাকছে। এর মধ্যে শ্রবণজনিত সমস্যাও বর্তমান। ফলে ক্রমবর্দ্ধমান বধির শিশুর বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী উচ্চ খরচ সম্পন্ন বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন খুবই কঠিন কাজ। এছাড়া এই ধরনের শিশুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে সবসময় বিশেষ বিদ্যালয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই ধরনের সমস্যার সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো ব্যবহার করে সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষায় বধির শিশুদের শিক্ষাদান করা।

১৯৭৪ সালে কেন্দ্র সরকার "ইন্টিগ্রেটেড এ্যাডুকেশন অফ্ ডিসএবল্ড চিলড্রেন ইন রেগুলার স্কুল" নামে একটি স্কীম চালু করেন যা পরবর্তীকালে মারিমার্জিত হয় এবং একটি কর্মসূচী তৈরী হয়।

সাধারণ বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভাষার ভিত্তি খুব মজবুত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য বধির শিশুটিকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং কর্মসূচীকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে অন্যথায় এটা সার্থক হবে না।

সঠিকভাবে রূপায়িত সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বধির শিশুটি শ্রবণ যুক্তদের সঙ্গে মেলামেশার প্রভূত সুযোগ পায়। এটা শিশুটির বাড়ীতে এবং কাজের জায়গায় নিজেকে আরও ভালভাবে খাপখাইয়ে নিতে সাহায্য করে এবং শিশুটিকে উচ্চাকাঙ্খা পোষণে এবং তা পূরণের জন্য ক্ষমতার সর্বাধিক প্রয়োগে উৎসাহিত করে। (মূলস্রোতায়নের বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য পেপার এক ব্লক-দুই দেখুন)

৪.৪ ভারতে বধিরদের জন্য প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়সমূহ (Institutes and Schools for the Dead in India)

৪.৪.১ আলি জবার জঙ্গ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড, মুম্বাই-৪০০০৫০ (Ali Javar Jung National Institute for the Hearing Handicapped) (A.Y.J.N.I.H.H)

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত AYJNIHH আমাদের দেশে পুণার্বাসনের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। এটি MSJ & E এর অধীনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যা কথা ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা জনিত সমস্যা নিয়ে কাজ করে। নয়াদিল্লী, কলকাতা ও সেকেন্দ্রাবাদে এর আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। ভূবনেশ্বরের (ওড়িষা) কেন্দ্রটি রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় তৈরী, RCI-এর অধীন ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য এই সংস্থা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (NGO) সঙ্গে সহযোগিতায় ভালাকাম, চেন্নাই, এলাহাবাদ, ব্যাঙ্গালোর ও মাহো (Mhow) তে কেন্দ্র স্থাপন করেছে। শ্রীনগরের ‘বোমিনা’য় প্রথম “Composite Regional Center” (CRC) স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও ৫টি CRC তৈরী করে।

AYJNIHH ও তার আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে শ্রবণ ও কথা প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের সনাক্তকরণমূলক, থেরাপিমূলক, শিক্ষা বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক সার্ভিস দিয়ে থাকে। NIHH পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী—

- Diploma in Special Education (D.SE.H.I.) বিভিন্ন কেন্দ্রে পড়ানো হয়।
- Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) - Delhi Patna, Kolkata.
- Bachelor of Education (HI) (B.Ed.HI) - Mumbai, Kolkata, Secundrabad.

  B. Sc. in Audiology, Speech & Language Pathology- Mumbai, Secundrabad, Kolkata, Delhi.
- M. Ed. (HI) - Mumbai.
- M.Sc. in Audiology Speech & Language Pathology - Mumbai, Kolkata, Secundrabad.

এ ছাড়া বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের বর্তমান শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞানার্জনের জন্য এবং বিশেষ দক্ষতার সাথে অভিযোজিত করার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

এই প্রতিষ্ঠান জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট। ছাপানো বুকলেট, পোস্টার, দেখা-শোনার যেমন—টি ভি স্পটস, ফিল্ম প্রভৃতি, প্রদর্শন, রেডিওতে কর্মসূচী প্রভৃতির মাধ্যমে এটা কাজ করে থাকে।

১৯৮৯ সালে এক্সটেনশন ও আউটরিচ সার্ভিস কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকায় সনাক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধা প্রদান শুরু করে।

এই প্রতিষ্ঠান দেশের ক্রমবর্দ্ধমান শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত জনগণের বিষয়ে সচেতন এবং সেই অনুযায়ী জেনেটিক কাউন্সেলিং সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ও তার ইন্টারপ্রিটেশন, ক্রমবর্দ্ধমান কর্মমূলক/বৃত্তিমূলক দিকের বিস্তার ও ফলিত গবেষণা বিষয়ে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের রূপরেখা তৈরি করেছে।

৪.৪.২ সেন্ট্রাল সোসাইটি ফর এ্যাডুকেশন অফ্ দ্য ডেফ (The Central Society for Education of the Deaf, (CITD) Mumbai)

১৯৬৬ সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সোসাইটি দু'ধরনের কর্মসূচী পরিচালনা করে। সেন্ট্রাল স্কুল ফর দ্য ডেফ্ আড়াই বছরের বধির শিশুদের ভর্ত্তি নেয়। মারাঠি এবং ইরাজী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের পরিপ্রেক্ষিতে ওষ্ঠপাঠ এবং কথা বলতে শেখানো হয়। মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির উপযুক্ত হলে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা হয়। যদিও এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই সংস্থা সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে বধির শিশুদের বাক-মাধ্যমে (Oral methed) শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রশিক্ষণ ইংরাজী ও মারাঠি উভয় ভাষাতে হাতে কলমে এবং বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে।

এই সংস্থা ১৯৯৮ সালে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের শিঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৈত্রী (Maitri) নামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এখানে একই ছাদের তলায় অডিওলজিষ্ট, সাইকোলোজিষ্ট ও বিশেষ শিক্ষকের পরিষেবা ও পরামর্শ পাওয়া যায়। ফলে অভিভাবকদের সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়ার জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয় না।

মৈত্রীতে ৪-৬ মাস ও তার অধিক বয়সের শিশুদের শ্রবণহীনতার পরিমাণ ছাঁকনী পরীক্ষা বা স্ক্রীনিং টেষ্ট এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। যত্নশীল পরীক্ষা উপযুক্ত শ্রবণ যন্ত্রের ব্যবহার, শিশুর শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের অংশগ্রহণ এবং শুরু থেকে কথা ও ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়ে আশা করা যায় যে বেশীরভাগ শিশুই সাধারণ নার্সারী বিদ্যালয়ে শ্রবণযুক্ত শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

ইউ. কে, আমেরিকা ও হল্যান্ডে এই ধরনের সেন্টারের মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের মুলস্রোত শিক্ষায় এর অধিকতর ভালো এবং উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সাফ্যলের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

৪.৪.৩ হেলেন কেলার ইউস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ এণ্ড ডেফ্ ব্লাইন্ড মুম্বাই (Helen Keller institute for the Deaf and Blind (HKIDS) Mumbai)

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে বধির এবং বধির ও দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়ের শুরু হয়েছিল। এর বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন।

প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হল তাদেরই শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়া :—

— যাদের শুধুমাত্র বধিরতা আছে,

— যাদের বধিরতার সঙ্গে সামান্য কিছু অতিরিক্ত অক্ষমতা আছে,

— যারা বধির ও দৃষ্টিহীন,

— যারা বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতা ছাড়াও একাধিক প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত।

মাল্টিপল এখানে শিশু থেকে নব্য তরুণদের পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৮ শুধুমাত্র বধিরদের জন্য। ১:৪ সামান্য অতিরিক্ত অসমর্থতাযুক্ত বধিরদের জন্য, ১:১ বধির দৃষ্টিহীনদের জন্য বধির বিভাগে শুধুমাত্র বধিরদের সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করে সপ্তমমান পর্যন্ত পড়ানো হয়। এরপর উন্নতি অনুযায়ী সাধারণ বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয় অন্যথায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় অতিরিক্ত অক্ষমতা যুক্তদের সামর্থ্য বিকাশের জন্য কার্যকরী পাঠক্রম প্রয়োগ করা হয় এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ লাভের উপযুক্ত করে তোলা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে 'বাইকুল'-তে একটি পৌরসভার বিদ্যালয়ে চালু হলেও বর্তমানে তার নিজের পরিকাঠামো তৈরী করে নিয়েছে। জায়গার অভাব এবং অতিরিক্ত চাহিদার জন্য নেভী, মুম্বাইয়ের ভাশীতে নিজস্ব ভবনে বধির দৃষ্টিহীনদের বিভাগটি সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ক্ষণদৃষ্টিদের জন্য একটি কেন্দ্র। নব্য তরুণ বধিরদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র এবং ব্রেইল কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এই প্রতিষ্ঠান বধির দৃষ্টিহীনদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এবং মুম্বাই-এর বাহির থেকে আগত বধির দৃষ্টিহীনদের থাকার জন্য হস্টেলের সুবিধা আছে।

৪.৪.৪ শ্রবণঅক্ষম যুব শিশুদের জন্য বিদ্যালয় বাল বিদ্যালয়, চেন্নাই (School for young deaf children-Bala Vidyalaya Chennai)

বধির শিশুদের জন্য এই বিদ্যালয়টি তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত। এখানে আবাসিক ব্যবস্থা নেই। এখানে বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২০০ জন।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল বধির শিশুদের জন্য যত শিঘ্র সম্ভব শিক্ষাগত ব্যবস্থা গ্রহণ। এই বিদ্যালয় বধির শিশুদের ভাষা ও কথা বলবে দক্ষতা অর্জনের জন্য। শিক্ষক/শিক্ষার্থী ১:৪ অনুপাতে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যাতে তারা সমাজের মূলস্রোত শিক্ষায় সমন্বিত হতে পারে।

এখানে নিয়মিত ভাবে নিম্নলিখিত কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়ে থাকে—

- শিশু-বধিরদের প্রশিক্ষণ ও মা-বাবাদের পরামর্শদান
- অভিভাবক নির্দেশনা কর্মসূচী প্রাক-বিদ্যালয় বিভাগ, এক্সটেনশন ও আউটরিচ প্রোজেক্ট
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

— সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশান ফী ছাড় আছে।

— ভর্ত্তির জন্য বয়সের নিম্ন সীমা নির্দিষ্ট নেই। এমনকি সদ্যজাত বধির শিশু ও ইনফ্যান্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামে যোগ দিতে পারে।

— ২ থেকে ৩ বছরের শিশুদের 'প্রস্তুতি পর্বে' ভর্ত্তি করা হয়।

— চেন্নাই-এর বাইরে অবস্থিত শিশুদের আউটরিচ প্রোগ্রাম (Outreach Programme) -এর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়।

— যোগাযোগে/ শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে বাক-শ্রুতি (Oral-aural) মাধ্যমকেই কঠোরভাবে মেনে চলা হয়—যার জন্য সবচেয়ে জোড় দেওয়া হয় যথাযথ শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের ব্যবহার ও গঠনমূলক শ্রবণ প্রশিক্ষণের উপর যা বধির শিশুদের অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার ঘটাতে সাহায্য করে—তা সে যত সামান্যই হোক। শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে তামিল বা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা হয়।

অভিভাবকদের সাহায্য ও পরামর্শ ও নির্দেশদানের মাধ্যমে তাদের শিশুর জন্য একজন, সম্পন্ন ব্যাক্তি (Resource Person) হিসাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। বিদ্যালয়ের "মা-বাবা—শিক্ষক সমিতির" নিয়মিত মিটিং হয় এবং সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা জগতের বা অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আনা হয়ে থাকে।

প্রতিটি শিশু সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে তার নিজের মত করে। তাই প্রশিক্ষণের সময়সীমা শিশুর বুদ্ধিমত্তার, অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতার, প্রবণতার (Aptitude) এবং অভিভাবকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ৩ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই পাঠক্রমের শেষে বেশিরভাগ শিশুই সাধারণ বিদ্যালয়ে যোগদান করে ও সমন্বিত হয়, যদিও প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রেই এটা ঘটে না। এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের পড়ানোর জন্য যোগ্য শিক্ষক তৈরি করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

৪.৪.৫ লিটল ফ্লাওয়ার কনভেন্ট হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ফর দ্য ডেফ্, চেন্নাই (Little Flower Convent Higher Secondary School for the Deaf, Chennai)

এটি চেন্নাই শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৩১ সালে সরকার দ্বারা স্বীকৃত হয়। ১৯৬৮ সালে এটি উচ্চ বিদ্যালয় (High School) হিসাবে এবং ১৯৮০ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে (Higher Secondary School) উন্নীত হয়। বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন।

বিদ্যালয়ে মূল উদ্দেশ্য—

- বিনা বেতনে পূর্ণ সময়ের শিক্ষাপ্রদান।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
- সমর্থ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষায় যোগদান করানো।

শিক্ষার্থীদের বাক্-শ্রুতি পদ্ধতিতে Maternal Reflective Method (MRM) এর সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে তামিল বা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা হয়।

ভর্তির বয়স সীমা ২১/২ থেকে ৪ বছর, Pre-K.G. থেকে XII মান পর্যন্ত পড়ানো হয়। চতুর্থমানের পর বালকদের বিদ্যালয় ছাড়তে হয়। শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ভাষা পড়তে হয় না। প্রথম শ্রেণী থেকে রাজ্য সরকারের পাঠক্রম অনুসরণ করে।

বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সুযোগসমূহ—

- গৃহভিত্তিক প্রশিক্ষণ অভিভাবকী নির্দেশনা কর্মসূচী
- শ্রবণ মূল্যায়ন, ইয়ারমোল্ড তৈরি ও শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র
- শিঘ্র চিহ্নিতকরণ ও শিঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ কেন্দ্র (EIEI)
- কম্পিউটার ও টাইপ বিভাগ
- তামিল ভাষী শিক্ষার্থীদের দ্বাদশ মান সম্পূর্ণ করার পর বিশেষ ইংরাজী ভাষা কোর্স পড়ানো হয়
- দুপুরের খাওয়া এবং বহিরাগতদের জন্য হস্টেল ব্যবস্থা

উপযুক্ত /যোগ্য শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি, বিনামূল্যে শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র এবং বিনা ব্যয়ে বাসে যাতায়াতের জন্য পাস দেওয়া হয়। শ্রেণি কক্ষে উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত দলগত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবস্থা এবং লুপ ইনডাকশান-এর ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ে গান, নাটক, অঙ্কন ও হস্তশিল্প, খেলাধূলা প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী আছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তামিলনাড়ু সরকার দ্বারা সাধারণ শিক্ষায় B.Ed. বা D. Ed. যুক্ত শিক্ষকদের শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা যুক্তদের পড়ানোর জন্য ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

৪.৪.৬ সেন্ট লুইস ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ্, এ্যাণ্ড দ্যা ব্লাইণ্ড এ্যান্ড কলেজ ফর দ্য ডেফ্, চেন্নাই (St. Louis Institute for the Deaf & the Blind & College for the Deat, Chennai)

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬২ সালে চেন্নাই ২০ এর অ্যাডিয়ার (Adyar)-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা কলেজে প্রায় ৭৩ জন এবং বিদ্যালয়ে প্রায় ২৫০ জন।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের শিক্ষা (Education of the Hearing Impaired) : প্রতিষ্ঠানটি বধিরদের জন্য একটি পূর্ণ সময়ের বিদ্যালয় পরিচালনা করে। এটি রাজ্য সরকারের পাঠক্রম অনুসরণ করে থাকে। দ্বাদশ শ্রেণীর বধির ছাত্রছাত্রীরা বিগত কয়েক বছর ধরে সরকার পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে এবং ভালো ফল করছে।

সেন্ট লুইস কলেজ ফর দ্য ডেফ : এখানে তিন বছরের (B.Com এবং B.Sc.) ডিগ্রী কোর্স পড়ানো

হয় শিক্ষাদানের মাধ্যম হল সাংকেতিক ইংরেজী (Visual Communication) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ হল বাধ্যতামূলক বিষয়। প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কারিগরি শিক্ষা (Technical Education) : বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিখ্যাত—

- হ্যান্ড কম্পোজিং
- লেটার প্রেস মেশিন অপারেশন
- অফ্‌সেট প্রেস মেশিন অপারেশন
- ডেস্ক টপ পাবলিশিং
- প্রসেস ক্যামেরা অপারেশন
- প্লেট মেকিং
- বুক বাইন্ডিং

বুব বাইন্ডিং ছাড়া সমস্ত ট্রেডই তামিলনাড়ু সরকারের ডাইরেক্টর অফ এ্যডুকেশন দ্বারা স্বীকৃত। বুক বাইন্ডিং সরকারে ডাইরেক্টরেট অফ্ এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং দ্বারা স্বীকৃত। এছাড়া স্ক্রীন প্রিন্টিং, ল্যামিনেশন স্পাইরাল বাইন্ডিং-এ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কারিগরি শিক্ষার নূন্যতম যোগ্যতা অষ্টমমান পাশ করা ট্রেনীদের হস্টেল দেওয়া হয়ে থাকে।

৪.৪.৭ ক্লার্ক স্কুল ফর দ্য ডেফ্, চেন্নাই (The Clarke School for the Deaf, Chennai)

এটি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন। লক্ষ্য /উদ্দেশ্য—

- যত শ্রীঘ্র সম্ভব অক্ষমতা চিহ্নিতকরণ।
- প্রয়োজনীয় সংশোধন /প্রতিকার মূলক এবং পূর্ণবাসনমূলক প্রশিক্ষণ ও সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান করা
- সমন্বিত ও মূলস্রোত শিক্ষার উপযুক্ত করার জন্য সম্ভাবনার ও দক্ষতার সর্বাধিক বিকাশসাধন করা।
- নিজের মতো করে বাঁচতে /জীবন যাপন করতে সমর্থ করা।

বিদ্যালয়ে প্রাক- প্রাথমিক থেকে হায়ার সেকেন্ডারী স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়। সেকেন্ডারী স্তরে টাইপ ও কম্পিউটার সায়েন্স-এ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে বাক্-শ্রুতি পন্থা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ : ১০। শ্রেণী কক্ষে শব্দ বিবর্দ্ধনের ও ব্যক্তিগত শ্রবণসহায়ক যন্ত্রের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হয়। শিশুদের জন্য হস্টেল ব্যবস্থা আছে।

বধিরদের শিক্ষক হওয়ার জন্য B.Ed কোর্স পড়ানো হয়। ভারতনাট্যম নাচকে থেরাপি হিসাবে এবং সাংস্কৃতিক কার্যাবলী হিসাবে খুবই যত্ন নিয়ে শেখানো হয়। যার জন্য ছন্দলয় ইত্যাদি শেখানো ও সহজ হয় যা স্বাভাবিকভাবেই কথা শেখার প্রশিক্ষণে সাহায্য করে।

বিদ্যালয়ে মানসিক মন্দনযুক্ত শিশুদের জন্য ও একটি পৃথক কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়।

৪.৪.৮ এন. সি চতুর্বেদী স্কুল ফর দ্য ডেফ্, লক্ষ্ণৌ (N.C. Chatuvedi School for the Deaf Lucknow)

- বধিরদের জন্য ১৯৩৮ সালে কো এ্যাডুকেশনাল বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৩ প্রায় ১০০ জন আবাসিক
- শিক্ষাদানের মাধ্যম—হিন্দু।
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত স্বীকৃত।
- উত্তরপ্রদেশ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পাঠক্রম অনুসরণ করে।
- প্রেস প্রিন্টিং, টেলারিং এমব্রয়ডারি, ক্লে মডেলিং বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- বধিরদের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আছে।

৪.৪.৯ স্কুল ফল ডেফ্ এ্যাণ্ড ব্লাইন্ড, এসিসি মাউন্ট ASSISI Mount, নীরপারা, ভাদাকারা, কেরালা (School for the Deaf and Blind, Assisi Mount, Neerpara, Vadakara, kerela)

- কো-এ্যাডুকেশনাল আবাসিক বিদ্যালয়।
- ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬০ জন।
- ৪ থেকে ১৯ বছরের পর্যন্ত বয়সেরা ভর্ত্তি হয়।
- প্রাক-বিদ্যালয় থেকে দশম মান পর্যন্ত।
- বাক্ শ্রুতি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
- কাটিং ও টেলারিং, কম্পোজিং ও প্রিন্টিং বই বাঁধানো ক্রাফট, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- খেলাধূলা, অঙ্কন, বাগান তৈরী, এক্সকারশন, শিক্ষামূলক, ভ্রমণ, স্কাউটিং ও গাইডিং প্রভৃতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪.৪.১০ ভারতে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী অন্যান্য কিছু বধির বিদ্যালয় (Some other Schools for the Deaf of long standing in India)

ভারত প্রায় ৫৫০টি বধিরদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে। এদের বেশীর ভাগ ৪র্থ থেকে ৭ম মানের শিক্ষা দিয়ে থাকে। অল্প কিছু বিদ্যালয় এদের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যায়।

Some other schools for the Deaf of long standing in India are :

- School for partially deaf children Hyderabad, A.P.
- School for the Deaf Mutes, Ahmedabad, Gujarat. The school conducts D. Ed. H. l. course.
- K.L.Institute for the Deaf, Bhavnagar, Gujarat. The School conducts D. Ed. H.l. Course.
- Sheila Kothawala Institute for the Deaf, Bangalore, Karnataka.
- Speech & Hearing Institute Bangalore.
- CSI Vocational High School for the Deaf, Post Valakom, Dist. Quilon, Kerala. The School conducts D.Ed.H.I.course.
- Asha Niketan School for the Hearing Impaired, Bhopal, M.P.
- The Deaf & Dumb Industrial Institute, Nagpur 10, Maharashtra. The school conducts D. Ed. H.I. course.
- V.R. Ruia Mook Badhir Vidyalaya, Pune 30, Mahrashtra. The school conducts D. Ed. H.l. Course.
- Vikes Vidyalaya for the Deaf, Dadar, Mumbai 7.
- Stephens School for the Deaf and Aphasic, Mumbai 28
- Sadhana Vidyalaya for the Deaf, Naigaon, Mumbai 14.
- The Education Audiology & Research Centre, Mumbai 6.
- Govt. Lady Noyce Sec. School for the Deaf, New Delhi 2.
- Balwantrai Mahta Vidya Bhavan, New Delhi 48.
- Pratibandhi Kalyan Kendra, Hooghly, 3, W.B.
- Parents' Own Clinic for the Deaf Children, Kolkata-6.
- Muk-Badhir Vidyalaya, Bhilwara, Rajasthan.

(For further infromation kindly refer to the 'directory of the Institutes for the Deaf' published by AY JNIHH, Mumbai-50.

আরও জানার জন্য AYJNIHH প্রকাশিত "Directory of the Intitutes for the Deaf" দেখুন।

৪.৫. বধিরদের জন্য বিদেশের কিছুপ্রতিষ্ঠান (Institutes for the Deaf in Other Counties)

৪.৫.১ গ্যালোডেট কলেজ /বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াশিংটন ডি. সি (Gallandet College/ University Washington D. C.)

এটি আমেরিকাতে বধিরদের জন্য একমাত্র কলেজ, ১৮৬৪ সালে এ্যডওয়ার্ড মিনার গ্যালোডেট প্রতিষ্ঠা করেন। হারফোর্ড-এ প্রতিষ্ঠিত 'American School for the Deaf'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন টমাস হপকিন্স গ্যালোডেট (Thomas Hopkin Gullaudet)। তাঁর মা সোফিসা ফাউলার (Sophi Fowler) ছিলেন বধির এবং তাঁর বাবার ছাত্রী। এই পারিবারিক প্রভাবই সম্ভবত এ্যাডওয়ার্ড গ্যালেডেটকে বধির শিক্ষা ক্ষেত্রে আজীবন কাজ করতে উৎসাহী করেছিল।

গ্যালোডেট কলেজ হল আমেরিকায় বধিরদের উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য একমাত্র উচ্চ প্রশংসিত কলেজ। এটি মুখ্যত গুরুতর শ্রবণহীনতা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করে। ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রারম্ভিক বিদ্যালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে কলেজটি একটি উদার কলা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কালক্রমে এটি একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় স্তরে বধির জনগণের নানাবিধ শিক্ষা চাহিদা পূরণ করে। ১৯৮৫ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

গ্যালোডেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ওয়ালিংটন ডি.সি.-তে ৯৯ একর জায়গার উপর অবস্থিত। সেখানে একাধিক শিক্ষাভবন ও ডার্মিটারী, ওল্ড জিমনেসিয়াম এবং শিখন কেন্দ্র আছে। শিখন কেন্দ্রে লাইব্রেরী, শ্রেণী কক্ষ, শিক্ষামূলক কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্র আছে। এখানে ১৯৮০ সালে একটি নুতন Kendal Demonstration Elementary School এবং ১৯৭৬ সালে Model Secondary School খোলা হয়। মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য এখানে High School diploma প্রদান করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে (Elementary School) প্রতিবছর পাশের দেশগুলি থেকে প্রায় ২০০ জন দিবাবিভাগের শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হয়। কলেজেও বছরে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হয়। গ্যালোডেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রবণযুক্তদের মধ্যে যারা সার্টিফায়েড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনটারপ্রিটার (দোভাষী) হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের ইনটারপ্রিটিং-এ "Associate of Arts Degree" দেওয়া হয়ে থাকে। কলেজে শিক্ষা ক্ষেত্রে ২৬টি মুখ্য বিষয়ে 'Bachelar of Science' বা 'Bachelor of Arts' দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে Audiology-তে দু বছরের Master of Science ডিগ্রী এবং Education, rehabilitation counselling, school counselling, educational technology এবং linguistics-এ Master of Arts ডিগ্রী এবং বিভিন্ন বিষয়ে Ph.D ডিগ্রী বধির ও সাধারণভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রচেষ্টা গ্যালোডেট গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং রে তিনটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এখানে অনেক বিদেশের শিক্ষার্থীও ভর্ত্তি হয় এবং ডিগ্রী পেয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের, এ্যাথেলেটিক কর্মসূচী, স্টুডেন্ট গর্ভমেন্ট, সামাজিক সংগঠন, শিক্ষার্থীকে বাইরের জগত সম্বন্ধে বেশী করে জানতে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে। এর থিয়েটার হলে বধিররা

নিয়মিত ভাবে প্রধানত আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (ASL) ব্যবহার করে অভিনয় করে থাকে।

যোগাযোগ : নীতি অনুশীলন (Communication : Policy and Practice)

গ্যালোডেট কলেজ সাধারণ বুনিয়াদী, মাধ্যমিক ও তার উর্দ্ধ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মসূচীর ন্যায় একই উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। যাই হোক এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রারম্ভিক (early) এবং অতিমাত্রায় গুরুতর শ্রবণহীনতা সম্পন্ন বধিরদের স্পষ্ট যোগযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা। শিক্ষাদান পর্বে যোগাযোগ (communication) পরিকল্পনা হল Simultaneous method of communication (Sim Com)। এই পদ্ধতিতে Sign ও Finger spelling-এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ সমৃদ্ধ কথ্য ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন। এখানে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়।

ক্যাম্পাসে বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্যালোডেট কলেজ একটি স্বনামধন্য অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। যদি যোগাযোগ সুস্পষ্ট হয় তবে প্রারম্ভিক অতিমাত্রায় গুরুতর শ্রবনহীনতা সম্পন্ন বধিরাও যে বৈধ কলেজ ডিগ্রী পেতে পারে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। এখানে উপযুক্ত শিক্ষা সুযোগের মাধ্যমে অক্ষমতার অসহায়তা অতিক্রম করে স্বাভাবিক জীবন যাপন এবং সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার অন্যান্য নজির সৃষ্টি করতে বধিররা সক্ষম হচ্ছে।

৪.৫.২ জন ট্রেসী ক্লিনিক, লস এঞ্জেলস, কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (John Tracy Clinic, Loss Angles, Calif., U.S.A.)

বধিব শিশুদের অভিভাবক/মা-বাবার জন্য ডাকযোগে শিক্ষাক্রম (Correspondence Course for Parents of Young Deaf Children)— মিসেস স্পেনসার ট্রেসী ১৯৪২ সালে জনট্রেসী ক্লিনিক Univesity of Southern California-র কাছে প্রতিষ্ঠা করেন। জন ট্রেসীর অতিমাত্রায় গুরুতর বধির পুত্রের সম্মানে তার নামে নামকরণ করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।

এটি প্রাক্-বিদ্যালয় বধির শিশু ও তাদের অভিভাবকদের শিক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র। এর মুখ্য বিষয় হল অভিভাবকদের শিক্ষিত করে তোলা। মিসেস ট্রেসী উপলব্ধি করেছিলেন বধির শিশুদের সাহায্য করার জন্য প্রথম থেকেই তাদের অভিভাবকদের সাহায্য করতে হবে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের বধির শিশুর অভিভাবকের জন্য বিনা খরচে পাঠানো ডাকযোগে শিক্ষাক্রম হল—এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিষেবা। এখানে শিশুর সার্বিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ শিশুর ভাষা বিকাশ—তার সার্বিক বিকাশেরই একটি অংশমাত্র।

সমস্ত কোর্সেই কথ্য ভাষার মাধ্যমে যোগযোগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বা কিছুদিন অন্তর এই কেন্দ্রে ক্যাম্প হয়ে থাকে, যেখানে বধির শিশু ও তার বাপ-মা বা অভিভবাকদের আসতে বলা হয় এবং শিশুর উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা, কাজ দেখা, উপযুক্ত যথাযথ সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক অভিভাবক কেন্দ্রটি প্রদত্ত পাঠক্রম থেকে খুবই উপকৃত হয়েছেন। কানাড়ার অধিবাসীরা এই কোর্সটি খুবই ব্যবহার করে।

৪.৫.৩. সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ্, সেন্ট লুইস, মিসৌরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (Central Institute for the Deaf (CID), St. Louis, Missouri, U.S.A.)

সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ডেফ ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ও অলাভজনক এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ও যোগাযোগে বাধাপ্রাপ্ত / অসুবিধাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করে। এখানকার গবেষণা বিভাগ, প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ এবং একাধিক পরস্পর সংযুক্ত বিভাগের পরিষেবা খুবই উপযোগী। ফলিত গবেষণা প্রকল্পে কথা বোঝা (Speech Perception) ও কথা বলতে (Speech Production) সাহায্য করার জন্য সংবেদন সহায়ক (Sensory aids) তৈরী ও তার প্রয়োগ এবং বধির শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পরীক্ষণ ও শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করা হয়।

- ১৯৩১ সালে এই প্রতিষ্ঠান বধির শিক্ষার্থীর শিক্ষকতার জন্য আমেরিকাতে প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে।
- প্রতিষ্ঠানে সব বয়সের ব্যক্তির জন্য কথা, ভাষা ও শ্রবণ বিষয়ক ক্লিনিক পরিষেবা রয়েছে।
- এখানে শ্রবণ যন্ত্র সমন্ধীয় মতামত দান ও ফিটিংস, ওষ্ঠপাট ও শ্রবণ পুর্ণবাসন, স্পিচ থেরাপী ও ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপী এবং চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত CID এর বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুর ভর্ত্তি ৩ বছর বয়সে, যোগাযোগের মাধ্যম বাক ও শ্রবণ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত — ১ : ৩
- বিশেষ গুরুত্ব — এককভাবে শিক্ষাদান
- শিক্ষার্থী ভর্ত্তি — আবাসিক ও দিবাকালীন হিসাবে। ভৌগোলিকভাবে আমেরিকার ৫০টি রাজ্য এবং বিদেশের শিক্ষার্থীরা
- বেতন প্রকৃত খরচের অনেক কম।

বেশীরভাগ শিক্ষার্থী অষ্টম মানের আগেই সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে যায় এবং অনেকেই শ্রবণযুক্তদের সঙ্গে কলেজে পড়াশুনায় সমর্থ হয়।

৪.৫.৪ এ.জি. বেল অ্যাশোসিয়েশান ও ভোল্টা ব্যুরো, ওয়াশিংটন ডি.সি., আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (A.G. Bell Association and Volta Burean, Washington D.C.. U.S.A.

এটি আমেরিকান অ্যাশোসিয়েশন হিসাবে বধিরদের মধ্যে ''কথাবলা-শিক্ষা''র বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৫৩ সালে বর্তমান নামে পরিচিত হয়। প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রবণ ক্ষমতার ব্যবহার এবং কথা ও ওষ্ঠপাঠ ব্যবহারের বিস্তার ঘটানো।

অ্যাশোসিয়েশান ভিন্নতাযুক্ত ব্যক্তিবর্গের চাহিদা ও আগ্রহ পূরণের জন্য বহু বছরের প্রচেষ্টায় তিনটি বিভাগ তৈরী করেছে—

ক) দ্য ইন্টার ন্যাশনাল প্যারেন্টস অর্গানাইজেশন (The International Parents Organisation (IPO-1958)—এখানে বধির শিশুর বাক্ শ্রুতি মাধ্যমে শিক্ষালাভের জন্য তার পরিবারকে সহায়তা প্রদান করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কানাড়া এবং আমেরিকা জুড়ে IPO-এর 'parent to parent network' এবং পরিবারভিত্তিক কর্মশালার ব্যবস্থা রয়েছে।

খ) ওরাল ডেফ্ অ্যাডাল্ট সেক্শান (Oral-Deaf Adult Section) (ODAS-1964)—এর মূল উদ্দেহ্য হল— শ্রবণ যুক্ত পরিবেশে কথা এবং অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার ঘটিয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বধির শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা সংক্রান্ত, বৃত্তিসংক্রান্ত এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট সুযোগগুলি আরও বাড়িয়ে তোলা।

গ) ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর দ্য এ্যডুকেশন অফ দ্য হেয়ারিং ইমপ্যায়ার্ড (International Organisation for the Education of the Hearing Impaired [IOEHI-1967] এটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের শিক্ষায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা—

- কথ্য ভাষায় যোগাযোগের শিক্ষাদান এবং তার গুণগত মনের বিকাশ সাধন।
- শিক্ষা এবং কথ্য ভাষায় যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দান।
- প্রকাশনা, গবেষণালব্ধ ফল বিতরণ, প্রফেশনাল মিটিং এবং সেমিনারের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান।

ভোল্টা ব্যুরো—বধিরতা সমন্ধীয় জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং তা জানানোর উদ্দেশ্যে ১৮৮৭ স্যাল এ.জি. বেল এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইটি অ্যাশোসিয়েশানেরই একটি অংশ। ভোল্টা ব্যুরোর আর্থিক দিক ভোল্টা পুরস্কারের অর্থ থেকে আসে। এই পুরস্কার বেলকে তাঁর টেলিফোন আবিষ্কারের জন্য 'Republic of France' দিয়েছিল। ভোল্টা রিভিউ (Volta Review) নামে দ্বি-মাসিক পত্রিকা ১৮৯৯ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

অ্যাশোসিয়েশানের প্রকাশনা বিভাগ বধিরদের শিক্ষক, অভিভাবক, প্রাপ্তবয়স্ক বধির নানা বিষয়ে যেমন—বধিরদের কথা শেখানো, বিজ্ঞান এবং পঠনের পাঠক্রম, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের মূলস্রোতে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ্য বই সরবরাহ করে।